বিকশিত শিশুঃ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

শিশু বাজেট, **২০১৭-১৮**

জুন ২০১৭

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mof.gov.bd

মুখবন্ধ

শিশুদের অধিকার রক্ষা ও পূরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার রয়েছে। এই অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটেছে শিশুদের অধিকার সংরক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট দু'টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক চুক্তি, যথাঃ শিশু অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক কনভেনশনে বাংলাদেশের অনুস্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে। এটি সর্বজন স্বীকৃত যে, শিশুরাই উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিশুদের জীবনে ভাল একটি শুরু তাদের পরিনত বয়সে সমৃদ্ধি বয়ে আনে - যার প্রভাব পুরো জাতির উপরই পড়বে।

শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট বিশ্লেষণের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ, বিভিন্ন শিশু সংগঠন, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এনজিও)-এর জাতীয় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং শিশু নীতি ও এ সংক্রান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিষয়ে জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে। শিশুদের জন্য যে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে তা ন্যায় সঙ্গত কিনা তা পরীক্ষা করতে অত্র প্রতিবেদন যথেষ্ট কার্যকর।

শিশুদের জন্য কল্যাণকর কর্মকান্ড চিহ্নিত করার জন্য অপরিহার্যভাবে সকল অংশীজন, বিশেষ করে যারা সরাসরি বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত, তাদেরকে সংলাপে যুক্ত করা প্রয়োজন। এই সকল আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসা প্রধান প্রধান বিষয়গুলো যোগাযোগ ও প্রচারণা কৌশলে প্রয়োগ করা দরকার যাতে শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান, উন্নততর শাসন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যায়। শিশুদের জন্য সরকারি ব্যয়ের বিশ্লেষণ থেকে রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় শিশুদের গুরুত্ব নির্ণয় করা যায়।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং আমাদের রূপকল্প ও কৌশলগত পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জণ করতে হলে শিশুদেরকে আমাদের কর্মকান্ডের কেন্দ্রে রাখতে হবে। এ কথা সত্য যে, কোথায় এবং কিভাবে শিশুরা দারিদ্র, দীর্ঘস্থায়ী ও স্বল্পকালীন পুষ্টিহীনতা, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে ঝরে পড়া, বাল্য বিবাহ, নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তা বুঝতে আমরা কঠোর পরিশ্রম করছি, যাতে রাষ্ট্রযন্ত্রে যথাযথ নীতিমালা প্রয়োগ করা যায়।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আমাদের সরকারের অঙ্গীকারের ধারাবাহিকতায় বিগত দুই বছরের মত ২০১৭-১৮ এর জন্য শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বিশ্লেষণ প্রতিবেদন: 'বিকশিত শিশু: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। বস্তুত: শিশুদের জন্য সরকারি ব্যয় বিশ্লেষণের প্রকাশই এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য।

আমি বিশ্বাস করি এই প্রতিবেদনটি মহান জাতীয় সংসদ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, নীতি নির্ধারক এবং অন্য সকল অংশীজন, যারা শিশুদের কল্যাণে কাজ করছে; তাদের সকলের জন্য অত্যন্ত উপযোগী বলে বিবেচিত হবে। আমি 'বিকশিত শিশুঃ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' পুস্তক প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত অর্থ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা এবং ইউনিসেফকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আবুল মাল আবদুল মুহিত)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

অবতরণিকা

জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ লক্ষ্যণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। পার্শ্ববর্তী ভারত ও পাকিস্থানকে পিছনে ফেলে আমাদের গড় আয়ু দাড়িয়েছে ৭১.৬ বছরে। বিগত বছরগুলোতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশ বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়েছে, যা আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিত হয়েছে। মাতৃমৃত্যুর হার ১৯৮০ সালের চেয়ে ৭৫ শতাংশে কমানো সম্ভব হয়েছে। একই সময়ে শিশুমৃত্যুর হার কমেছে ৪ গুণেরও বেশি। চরম দারিদ্র কমে দাড়িয়েছে ১২.৯ শতাংশ এবং ২০১৫ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার পৌঁছেছে ৯৮ শতাংশে। বেশ কিছু সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ অধিকাংশ নিম্ন আয়ের এবং কিছু মধ্য আয়ের দেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

বর্তমান সরকার সবসময় শিশুদের উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে। ফলে, সবচেয়ে বড় অগ্রগতি আসবে মানব উন্নয়নে বিনিয়োগ থেকে, যেখানে জনগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও মর্যাদাকর উপার্জনের সুবিধা পাবে। মানব উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা কেবলমাত্র তখনই অর্জন করা সম্ভব, যখন শিশুদের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয়। সযত্নে লালিত শিশুরা স্বাচ্ছন্দে বেড়ে উঠে এবং স্বতস্ফুর্তভাবে শিক্ষা লাভে সক্ষম হয়, যা তাদের সুদক্ষ মানবসম্পদে পরিনত করে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩৯.৭ শতাংশ শিশু। এই শিশুদেরকে সমতা ও বৈষম্যহীন পরিবেশে যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার ওপর নির্ভর করছে আমাদের সমৃদ্ধ ভবিষ্যত। শিশু উন্নয়ন সহায়ক সুযোগ-সুবিধা আবার নির্ভর করছে একটি রাষ্ট্রীয় নীতি-কাঠামো ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর। সে কারণে আমাদের শিশু সংক্রান্ত নীতি, আইন ও প্রবিধিগুলোর উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। শিশু বাজেটের ধারণা প্রাথমিকভাবে শুরু হয়েছিল জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকে শিশুবান্ধব করার উদ্যোগ থেকে। জাতীয় বাজেটের অংশ হিসেবে শিশু বাজেট বিশ্লেষণ তৈরি করা হলে শিশুদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাবে, এ ধারণাটি বিশ্বব্যাপী গতিবেগ পাচ্ছে।

আমার বিশ্বাস পূর্বের মত এই প্রকাশনা নীতি নির্ধারক, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, গবেষক এবং অন্য সকল অংশীজন এর নিকট অত্যন্ত উপযোগী বলে বিবেচিত হবে। অর্থ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং ইউনিসেফসহ যারা এটি প্রণয়নের সাথে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে বাংলাদেশকে শিশুদের জন্য অধিকতর বাসযোগ্য করার জন্য আমাদের যে নিরন্তর প্রচেষ্টা, তাতে 'বিকশিত শিশু: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' প্রকাশনাটি একটি মূল্যবান সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে- এটিই আমার প্রত্যাশা।

(হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন)
সিনিয়র সচিব
অর্থ বিভাগ

বিকশিত শিশু: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ
শিশু বাজেট, ২০১৭-১৮
সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা নং
মুখবন্ধ			
অবতরনিকা			
অংশ-ক	:	ভূমিকা	১
অংশ-খ	:	শিশু কেন্দ্রিক বাজেটের বর্তমান অবস্থা	৩
		শিশু বান্ধব বাজেটের ধারণা	৩
		শিশু বাজেট: আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা	৩
		বাংলাদেশে শিশু কেন্দ্রিক বাজেটের যৌক্তিকতা	৫
অংশ-গ	:	আইনগত কাঠামো	৯
		আন্তর্জাতিক চুক্তি ও দায়বদ্ধতা	৯
		শিশু সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত	৯
অংশ-ঘ	:	শিশু কেন্দ্রিক বাজেট কাঠামো	১১
অংশ-ঙ	:	শিশু কেন্দ্রিক বাজেট প্রতিবেদন তৈরির পন্থা	১৫
অংশ-চ	:	শিশু কেন্দ্রিক বাজেট: মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ের বিশ্লেষণ	২০
অংশ-ছ	:	উপসংহার ও ভবিষ্যত করণীয়	৩০
সংযোজনী-১	:	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩২
সংযোজনী-২	:	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৩৭
সংযোজনী-৩	:	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৪০
সংযোজনী-৪	:	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৪৫
সংযোজনী-৫	:	স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	৫০
সংযোজনী-৬	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫৫
সংযোজনী-৭	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৬১
সংযোজনী-৮	:	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৬৪
সংযোজনী-৯	:	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৬৮

বিকশিত শিশু: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ
শিশু বাজেট, ২০১৭-১৮
সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা নং
সংযোজনী-১০	:	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৭২
সংযোজনী-১১	:	জননিরাপত্তা বিভাগ	৭৭
সংযোজনী-১২	:	তথ্য মন্ত্রণালয়	৮১
সংযোজনী-১৩	:	আইন ও বিচার বিভাগ	৮৫

অংশ-ক: ভূমিকা

শক্তিশালী উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে ভালো করেছে এবং আর্থ-সামাজিক খাতে লক্ষ্যণীয় অগ্রগাতি সাধন করেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে সরকার নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রত্যাশাগুলো ইতোমধ্যে পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে এসেছে ঈর্ষণীয় সাফল্য। বাংলাদেশ সেই কয়েকটি দেশের অন্যতম যারা ২০০০ সাল পরবর্তী সময়ে অসমতাকে মোটামুটি কমিয়ে আনতে পেরেছে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ সামাজিক সূচকে আকর্ষণীয় অগ্রগতি নিয়ে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি চক্র ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছর শেষ হতে যাচ্ছে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২৪ শতাংশ দিয়ে, যা ছিল একটি মাইলফলক। একই সময়ে মাথাপিছু স্থুল জাতীয় আয় Gross National Income (GNI) বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬০২ ডলার। এ সব অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে শিশুরা যেসব কঠিন বিষয়ের সম্মুখীন হচ্ছে তা অপসারণ করা দরকার। বাংলাদেশে শিশু ও তরুণেরা ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম, বাল্যবিবাহ, উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবার অভাব, অপুষ্টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার, সহিংসতা ও নির্যাতন - ইত্যাদি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এসব ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য নীতি নির্ধারণী মহলকে সদা মনযোগি থাকা প্রয়োজন।

শিশুদের অবস্থার উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টা সর্বদা আন্তরিক ও টেকসই। বাংলাদেশ শিশু অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত দুটি চুক্তি যথা, শিশু অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন (UNCRC) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক কনভেনশন (CRPD)-এর অনুস্বাক্ষরকারী প্রথম কয়েকটি দেশের অন্যতম। UNCRC এবং CRPD এর অনুস্বাক্ষরকারী হিসেবে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর। এই দায়িত্ব পালনের জন্য যে ধরনের পদক্ষেপ, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নেয়া প্রয়োজন তার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ এবং কার্যকর, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থা থাকা দরকার।

ভোটাধিকার না থাকলেও শিশুরা সমানভাবে দেশের নাগরিক এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। ফলে বাজেট প্রণয়নকালে শিশুদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। **UNCRC (২০০৩)** এর অনুচ্ছে ৪-সহ অন্যান্য অনুচ্ছেদে জাতীয় বাজেটে শিশুদের জন্য নির্ধারিত বরাদ্দ চিহ্নিতকরণ ও সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বিকশিত শিশুঃ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

জাতীয় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং এর উপস্থাপনার জটিলতার কারণে শিশুদের জন্য প্রকৃতপক্ষে কত ব্যয় হয়েছে, বিশেষ করে শিশুদের দারিদ্র নিরসনে এবং দীর্ঘস্থায়ী পুষ্টিহীনতা কমাতে, সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট চিত্র পাওয়া দুস্কর। বাংলাদেশ সরকার গত দুই বছর ধরে অংশীজনদের সাথে আলোচনাক্রমে শিশু কেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়ন করে আসছে। শিশুদের বিষয়ে সরকারি ব্যয়ের রুটিন মাফিক বিশ্লেষণ এবং শিশুদের উপর সরকারি নীতিমালার প্রভাব মূল্যায়ন-কে শিশু অধিকার ও কল্যাণের জন্য সরকার কতটুকু কাজ করছে তা বোঝা ও পরিবীক্ষণ করার শক্তিশালি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়। এ কারণে শিশু সংক্রান্ত ব্যয় চিহ্নিত করার কিছু নিয়ম ও পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং অধিকতর আলোচনাক্রমে চূড়ান্ত করার জন্য একটি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে শিশু অধিকার ও কল্যাণ সুনিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফলন হচ্ছে এই প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনে শিশুদের জন্য সরকারি ব্যয়ের হিস্যার একটি বিশ্লেষণ, বিশ্লেষণের পদ্ধতি ও শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট কাঠামো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং অংশীজনের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনটি আরও ছয়টি অংশে বিভক্ত। অংশ-'খ' তে রয়েছে শিশু বাজেটের ধারণা, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশে শিশু বাজেট প্রণয়নের যৌক্তিকতা, যেখানে 'গ' অংশে শিশু বাজেটের আইনী দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। 'ঘ' অংশে শিশু বাজেট কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে এবং 'ঙ' অংশে রয়েছে শিশুদের জন্য সরকারি ব্যয় বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি, যার ভিত্তিতে ১৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে অংশ-'চ'-তে। সবশেষে অংশ-ছ তে উপসংহার টানা হয়েছে এবং বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় শিশুদের চাহিদা সন্নিবেশিত করার পদ্ধতি চিহ্নিত করা হয়েছে।

অংশ-খ শিশু কেন্দ্রিক বাজেটের বর্তমান অবস্থা

শিশু বান্ধব বাজেটের ধারণা:

শুরুতেই শিশু কেন্দ্রিক বাজেট বলতে কী বুঝায়, তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। এর অর্থ শিশুদের জন্য পৃথক বাজেট নয়। বরং এটি একটি প্রতিবেদন যাতে সরকারের সামগ্রিক বাজেটে শিশুদের অধিকার ও প্রয়োজনের বিষয়গুলো কিভাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। এর জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই; জাতীয় বাজেটে শিশুদের আর্থ-সামাজিক অধিকার সংরক্ষণে যেসব নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেগুলো বাস্তবায়নে যেসব পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে সেসব বিষয়ের অনুপুঙ্খ চিত্র তুলে ধরাই এ প্রতিবেদনের লক্ষ্য। শিশু বাজেট শব্দদ্বয়ের অন্য ব্যঞ্জনাও রয়েছে। এটিকে শিশু বান্ধব বাজেট, শিশু সংবেদী বাজেট, শিশুমুখী বাজেট হিসেবেও চিহ্নিত করা যেতে পারে।

শিশু বাজেট প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিম্নোক্ত প্রশ্ন/জিজ্ঞাসাসমূহের উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করা হয়:

ক) সরকারের সামগ্রিক বাজেটের কি পরিমাণ অংশ শিশুদের কল্যাণে ব্যয়িত হয়?

খ) বরাদ্দকৃত অর্থ শিশুদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত কিনা?

গ) বরাদ্দকৃত অর্থ দক্ষ এবং কার্যকরভাবে ব্যয়িত হয় কিনা?

ঘ) গৃহীত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিশুদের অধিকার ও প্রয়োজনের বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয় কিনা?

শিশু বাজেট: আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিশু কেন্দ্রিক বাজেটের মাধ্যমে কিভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও বাজেট ব্যবস্থাপনায় শিশুদের অধিকার নিশ্চিত হয় তা জানা যায়। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বিদ্যমান বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তার নিরীখে শিশুদের জন্য কমবেশি বাজেট বরাদ্দ প্রদান করে থাকে; ফলে এ ব্যাপারে সার্বজনীনভাবে অনুসরণযোগ্য কোন পদ্ধতি বা মাপকাঠি পাওয়া কঠিন।

কেনিয়া সরকার ২০১৫ সালে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা নীতি, ২০১৫ (এনএসপিপি) ঘোষণা করে। দারিদ্র্য ও ঝুঁকি হ্রাস এবং জনসাধারণের সামাজিক সেবা প্রাপ্তি- এ নীতির মূল প্রতিপ্রাদ্য। এ নীতিমালায় অনাথ এবং অন্যান্য ঝুঁকির মধ্যে থাকা শিশুদের সুরক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এসব শিশু ও তাদের পরিবারকে সরাসরি আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রতি স্কুলের প্রতিনিধি সমন্বয়ে 'চিল্ড্রেন গভর্নমেন্ট' ব্যবস্থা চালু করা

হয়েছে। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে কেনিয়ার শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। একটি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পূর্ণ চিত্র অনুধাবনের জন্য সোস্যাল ইনটিলিজেন্স রিপোর্ট (এসআইআর) চালু করা হয়েছে। স্থানীয় স্কুলে জরিপ চালনার মাধ্য দিয়ে এর কার্যক্রম শুরু হয় যার মধ্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার সঠিক চিত্র পাওয়া যায়। পরবর্তীতে স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো দেখা হয় এবং এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাগণ এ কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার Institute for Democracy in Africa (IDASA) এর আওতায় ১৯৯৫ সালে 'Children Budget Unit (CBU)' গঠিত হয়। CBU শিশুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিপরীতে বাজেট বরাদ্দের তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে এ দু'য়ের মধ্যে যোগসূত্র অনুসন্ধান করে। এ দেশে কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার ও Medium Term Expenditure Framework (MTEF) এ তিনটি সূত্র হতে শিশু বাজেটের তথ্য পাওয়া যায়। CBU চারটি বিশেষ সেক্টর; যথা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উন্নয়ন ও বিচার ব্যবস্থা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকায় শিশুদের অধিকার সংরক্ষণে শিশু বাজেট বিশেষ ভূমিকা রাখে। সম্পদ বরাদ্দ ও বন্টন প্রক্রিয়ায় সিভিল সোসাইটি সংগঠন এবং শিশুদের অংশগ্রহণ এ প্রক্রিয়ায় একটি ইতিবাচক দিক।

ব্রাজিলে ১৯৯৪ সালে ''Advocacy Center for Children and Adolescents (CEDECA-CEARA')" নামক একটি সংগঠন সর্বপ্রথম ফরটিলিজা শহরের বাজেট পরিবীক্ষণে উদ্যোগ নেয়। এ সংগঠনটি জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বাজেটে সম্পদ কিভাবে বণ্টন ও ব্যবহার করা হয় ও এতে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়-তা পর্যালোচনা করে। সংগঠনটির এসব উদ্যোগ বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় শিশুরা যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সে পদক্ষেপও নেয়া হয়। কয়েক বছরের মধ্যে বাজেট প্রণয়নে শিশুদের অংশগ্রহণ আইন দ্বারা নিশ্চিত করা হয়। এটি বৈশ্বিক পরিমন্ডলে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় শিশুদের অংশগ্রহণের প্রথম নজির।

ভারতে প্রতিবছর 'Children & Union Budget' নামক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এতে শিশুদের বেঁচে থাকা, বিকাশ এবং অন্যান্য অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় বাজেটে কি পরিমাণ বরাদ্দ রাখা হয়েছে বা কি ধরনের নীতি-কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশ করা হয়। এ প্রতিবেদনে জাতীয় ও প্রাদেশিক বাজেটে শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিকাশ ও উন্নয়নে কি পরিমাণ বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা তুলে ধরা হয়। মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ইউনিসেফ এবং সেন্টার ফর বাজেট এন্ড গর্ভনেন্স এ্যাকাউন্টেবিলিটি এর যৌথ উদ্যোগে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়।

HAQ: Center for Child Right নামক একটি সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন ভারতে শিশু বাজেটের ধারণা চালু করে এবং কেন্দ্রীয় বাজেটে শিশুদের জন্য বরাদ্দ রাখার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরে। শিশু বাজেট ২০০৫ সালে সরকারের জাতীয় কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়।

ভিয়েতনামে জাতীয় বাজেটকে শিশুদের অধিকার আদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। ভিয়েতনামে ইউনিসেফ-এর উদ্যোগে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। সমীক্ষায় জেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষায় জাতীয় বাজেটে কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা পর্যালোচনা করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, বেশ কিছু দেশ শিশু অধিকার ও কল্যাণের নিরিখে বাজেট ও সম্পদের বরাদ্দ বিশ্লেষণ করে থাকে।

বাংলাদেশে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেটের যৌক্তিকতা

শিশুদের অধিকার সুরক্ষা ও সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিভিন্ন সরকারি কর্মকান্ডে প্রয়োজনী অর্থ সংস্থানে নীতি-নির্ধারণী মহলকে সহায়তা করতে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। শিশুদেরকে আগামী দিনের দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত উপায়ে সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ ও ধরন সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যও শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়ন গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘকালীন উচ্চ হারের প্রবৃদ্ধির জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃজন, দারিদ্র্য বিমোচন ও অসমতা হ্রাস এবং রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেটের প্রাসংগিকতা রয়েছে।

মানব সম্পদ: দীর্ঘকালীন উচ্চ হারের প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি হলো মানব মূলধন মজুদ। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রবৃদ্ধির হার কমতে থাকে। মূলত আয় বৃদ্ধির কারণে শ্রমিকের মুজুরি বাড়তে থাকে। ফলে, দেশ শ্রম-ঘন শিল্পখাতে তুলনামূলক সুবিধা হারিয়ে ফেলে যা প্রবৃদ্ধির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এমতাবস্থায়, দীর্ঘকালীন উচ্চ হারের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য মানব মুলধন মজুদ বৃদ্ধির কোন বিকল্প থাকেনা। এ ক্ষেত্রে মানব মুলধন মজুদ বৃদ্ধির সর্বোত্তম পন্থা হলো শিশুদের ওপর বিনিয়োগ। অনেক গবেষণায় দেখা গেছে শিশুদের শিক্ষায় সরকারি বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে। কতিপয় গবেষণায় দেখা যায়, শিশুদের ওপর বিনিয়োগ ব্যয়ের তুলনায় এর ভবিষ্যত প্রাপ্তির (future return) পরিমাণ অনেক বেশি। অন্য পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, যারা উন্নত মানের শিক্ষা পায়, তাদের ভালো কর্মসংস্থান,

স্থিতিশীল পরিবার প্রাপ্তি এবং সক্রিয় ও উৎপাদনশীল নাগরিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এ প্রেক্ষাপটে, শিশু বাজেট কাঠামো অনুসরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় ব্যয় বৃদ্ধি করা খুবই জরুরী।

২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়া জন্য বাংলাদেশের বর্তমান প্রবৃদ্ধির হারকে বাড়াতে হবে অনেকখানি। অর্থ বিভাগের একটি দীর্ঘকালীন প্রবৃদ্ধির মডেল বিশ্লেষণে দেখা যায় দেশের মানব মূলধন সূচককে ২০৪১ সাল নাগাদ ৫.০ শতাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে প্রতি বছর গড়ে ৩.০ শতাংশ হারে বাড়তি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হতে পারে। বিষয়টি থেকে একটি শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট কাঠামো অনুসরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে শিশুদের জন্য বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধির গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। এ ক্ষেত্রে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট কাঠামো জাতীয় বাজেটের সীমিত সম্পদকে শিশু-সংবেদনশীল খাতে সর্বোচ্চ দক্ষতার সাথে ব্যবহারের একটি পলিসি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৯.৭ শতাংশ হচ্ছে শিশু। তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্রই নয়; বরং স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, সুরক্ষা ইত্যাদি মৌলিক সামাজিক সেবা থেকে তারা বঞ্চিত। এসকল কারণে সহজে বলা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জোরদার করা এবং বৃহত্তর উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য সবচাইতে ভালো উপায় হচ্ছে শিশুদের জন্য বিনিয়োগ।

জনমিতির লভ্যাংশ: বর্তমানে আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই কর্মক্ষম, যাদের বয়স ১৫ হতে ৬৪ বছরের মধ্যে। আমাদের বয়স কাঠামো (Demographic Profile) ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্ষেপণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০৪২ সাল নাগাদ মোট জনসংখ্যার মধ্যে কর্মক্ষম অংশের অনুপাত সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছবে। জনমিতির এই সুবিধা (Demographic Dividend) এর পূর্ণাংগ সদ্ব্যবহার করতে হলে আমাদের শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সার্বিক কল্যাণে বিনিয়োগের পরিমাণ এখনই বহুলাংশে বাড়াতে হবে।

দারিদ্র্য ও অসমতা: বাংলাদেশে সম্প্রতিক বছরগুলোতে দারিদ্র্য হ্রাসের হার ব্যাপক বৃদ্ধি সত্ত্বেও এখনো দেশে ৩৭ মিলিয়ন দরিদ্র লোক রয়েছে যাদের মধ্যে ২১ মিলিয়ন অতিদরিদ্র। অপরদিকে ক্রমহ্রাসমান ধারায় থাকলেও আয় গিনি সূচকের মাধ্যমে পরিমাপকৃত আয় বন্টনের অসমতা এখনো সমতুল্য দেশগুলোর তুলনায় কিছুটা বেশি। উল্লেখ করা প্রয়োজন ভোগ-গিনি সূচকের মাধ্যমে পরিমাপকৃত দেশের ভোগ বন্টনের অসমতা সমতুল্য দেশগুলুর তুলনায় এখন অনেক কম। তথাপি, দারিদ্র্য ও অসমতা হ্রাসে এখনো সরকারের বিরাট মনোযোগ রয়েছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়,

শৈশবের দারিদ্র্য পরিণত বয়সের দারিদ্রের অন্যতম মূল কারণ[১]। জীবনের শুরুতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক সামাজিক সুবিধা বঞ্চিত হলে তা মানুষের শরীর ও মনে স্থায়ী কুপ্রভাব ফেলে। বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনার ফলাফল পরস্পরের সাথে যেমন সম্পর্কিত, তেমনি একটি আরেকটির সাথে যুক্ত হয়ে ক্ষতির পরিমাণ বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। যেমনঃ জীবনের প্রথম তিন বছরে পুষ্টির অভাব শিশুদের মস্তিষ্ক ও শরীরের ক্ষেত্রে স্থায়ী ক্ষতি সাধন করে [২]। দুর্বল স্বাস্থ্য শিশুদের শিক্ষাজীবনকে ব্যাহত করে যা তাদের জীবনে সাফল্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তেমনি দূষিত পানি পানের ফলে শিশুরা দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ে। এসব ক্ষতি পরবর্তী জীবনে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না[৩]।

সুতরাং, মৌলিক সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা বেড়ে ওঠে দরিদ্র প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে, যারা তাদের নিজেদের সন্তানদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছানোর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে পারে না। এ ধরনের বঞ্চনাজনিত প্রভাব প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চালিত হয়ে দারিদ্র্যচক্র গড়ে তোলে, যাতে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়[৪]। তবে, এই দুষ্টচক্রকে একটি কল্যাণ চক্রে রূপান্তর করা যায় যদি জাতীয় বাজেটে শিশুদের জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট: শিশুদের জন্য বিনিয়োগ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক স্থিতিশীলতাকে দৃঢ় ভিত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অবদান রাখে। বৈষম্য ও অসমতা গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয় এবং সকলের অংশগ্রহণ, সামাজিক একতা ও সংহতির ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে। উপরন্তু, সামাজিক গতিশীলতার সুযোগ সীমিত হয়ে গেলে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রতি জনগণের মোহভঙ্গ ঘটে। এ কারণে শিশুদের জন্য বিনিয়োগ টেকসই মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করে এবং সামাজিক ঐক্যের সুযোগ বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশের ভবিষ্যতকে স্থিতিশীল রাখা এবং অগ্রগতির বর্তমান পথকে মসৃণ করার জন্য রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে শিশুদের জন্য বিনিয়োগের জোরালো যৌক্তিকতা রয়েছে।

শিশুদের প্রতি বৈশ্বিক অঙ্গীকারকে জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ বেশ কিছু আইন ও নীতি-কৌশল প্রণয়ন করেছে, যার মধ্যে জাতীয় শিশুনীতি ২০১১, জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০; শিশু আইন, ২০১৩; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ উল্লেখযোগ্য।

---

[1] Minujin, A., *et. al.,* (2006); 'The Definition of Child Poverty: A Discussion of Concepts and Measurements; International Institute for Environment and Development (IIED), Vol 18(2): 481–500.

[2] Tesfu. S.T, (2010); Essays on the Effects of Early Childhood Malnutrition, Family Preferences and Personal Choices on Child Health and Schooling, Georgia State University, USA.

[3] Amélia Bastos, Carla Machado, (2009) "Child Poverty: A Multidimensional Measurement", International Journal of Social Economics, Vol. 36 Iss: 3, pp.237 - 251

[4] Wagmiller Jr. R. L., and Adelman. R.M., (2009); Childhood and Intergenerational Poverty: The Long-Term Consequences of Growing Up Poor, The National Centre for Children in Poverty, Colombia University, USA.

তাছাড়া সুশীল সমাজ তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের জন্য মৌলিক সামাজিক সেবার মাধ্যমে মানবাধিকার ও সমতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের সংবিধান, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সনদে প্রতিটি শিশুর একটি গ্রহণযোগ্য মানের জীবনযাত্রার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। তাদের অধিকার রয়েছে সুযোগের সমতার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মানের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সুবিধার। যেহেতু শিশুদের মৌলিক অধিকারগুলো বাস্তবায়ন করার সাথে ব্যয়ের বিষয়টি জড়িত, তাই শিশু অধিকার এবং কল্যাণের সাথে রাষ্ট্রীয় বাজেটের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক রয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, শিশুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সময়মত ও পর্যাপ্ত বিনিয়োগ একটি সামাজিকভাবে ন্যায্য ও অর্থনৈতিকভাবে সুস্থ সমাজের ভবিষ্যতের ভিত্তি গড়ে দেয়। শিশুদের বড় অংশ যদি পুষ্টিহীন, অশিক্ষিত বা স্বাস্থ্যহীন থাকে, তাহলে কোন রাষ্ট্র উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে না। কেননা, উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সুস্থ-সবল ও শিক্ষিত মানবসম্পদ। কার্যকর মৌলিক সামাজিক সেবার অভাবে শিশুরা বঞ্চনা ও ঝুঁকির শিকার হলে তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না। আগামী দিনের দারিদ্র নিরসনে শিশুদের বঞ্চনার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় উচিত। এ জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

শৈশব সরকারি বিনিয়োগের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF), যা জাতীয় মানব উন্নয়ন এজেন্ডাকে চালিত করে এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে, তাতে এই বিষয়টি পর্যাপ্ত গুরুত্বের সাথে উপস্থাপিত হওয়া উচিৎ। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ২০৪১ সালের মধ্যে পূর্ণরূপে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবার লক্ষ্যে শিশুদের জন্য বিনিয়োগর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সরকার সামাজিক খাতের মাধ্যমে শিশুদের জন্য বিনিয়োগ করে থাকে। কিন্তু এতে এমন কোন ব্যবস্থা নেই যার মাধ্যমে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী বা নাগরিকরা জানতে পারে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ এবং ব্যয়ের ঠিক কতটুকু শিশুদের কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে শিশুদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ন্যায়সঙ্গত কিনা এবং তা অধিকাংশ বঞ্চিত শিশুর জন্য যথেষ্ট কিনা-তাও জানা সম্ভব নয়। একারণে বরাদ্দ প্রদান ও সরকারি বিনিয়োগের গুণগত মান নিয়ে স্বচ্ছ প্রতিবেদনের জন্য শিশুসহ সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি সাধারণ কাঠামো স্থাপন ও চালু করার ক্ষেত্রে শিশুকেন্দ্রিক বাজেট সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ এবং বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অংশ-গঃ আইনগত কাঠামো

আন্তর্জাতিক চুক্তি ও দায়বদ্ধতা

বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে 'Convention on the Rights of Children' এবং ২০০৭ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক সনদ অনুমোদন করে। বাংলাদেশ ছিল এক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম দিককার দেশসমূহের অন্যতম। সামগ্রিকভাবে শিশুদের এবং সুনির্দিষ্টভাবে দরিদ্র এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে এ দুটি চুক্তির বিশেষ অবদান রয়েছে। চুক্তি দু'টিতে শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, সামাজিক অর্ন্তভূক্তি এবং তাদের বঞ্চনা ও সহিংসতা নিরসনে আন্ত:রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকে অনুস্বাক্ষর করেছে। 'কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব দি চাইল্ড' দলিলের ৪নং অনুচ্ছেদে এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ অনুচ্ছেদ জাতীয় বাজেট শিশুদের জন্য বরাদ্দ রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ-৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে যে:

> *'রাষ্ট্রপক্ষসমূহ এই কনভেনশনে স্বীকৃত অধিকারসমূহ বাস্তবায়নে প্রশাসনিক, আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণে অংশী দেশগুলো তাদের সামর্থ্যের নিরিখে সর্বোচ্চ বরাদ্দ নিশ্চিত করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'*

শিশু সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালাঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয় আইনি কাঠামোর আওতার মধ্যেই শিশু কেন্দ্রিক বাজেটের কাঠামো ও রূপরেখা তৈরি করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অনুসৃত ব্যবস্থা এ ধরনের রূপরেখা প্রণয়নে সহায়ক হতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ সরকার বেশি কয়েকটি শিশু সহায়ক আইন ও নীতি গ্রহণ করেছে (বক্স-১)।

বক্স-১: বাংলাদেশের শিশু সংক্রান্ত আইনি কাঠামো পর্যালোচনা

ক। বাংলাদেশ সংবিধান

শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় বাংলাদেশের সংবিধান বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৭ শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। অনুচ্ছেদটি এ রকম:

রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকার অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

এছাড়া অনুচ্ছেদ ২৮(৪) এ শিশুরা যেন কোন ধরনের বঞ্চনার শিকার না হয় সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে-

নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত করিবেনা।

গ। শিশু আইন, ২০১৩

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়ন, শিশু সুরক্ষা এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য যথোপযুক্ত বিধান সংযোজন করে শিশু আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা দেশের শিশুদের নিরাপত্তা কল্যাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি পদক্ষেপ। এ আইনে বিশেষ দিকগুলো হলঃ

- সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠন;
- আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ, প্রত্যেক থানায় শিশু বিষয়ক ডেস্ক গঠন ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা নির্ধারণ, শিশু আদালত গঠন, তদন্ত, বিচার, আইনগত প্রতিনিধিত্ব ও সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বিচারের আওতাধীন শিশুর আবাসন, সংশোধন, উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা;
- সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিকল্প পরিচর্যার (alternative care) বিধান ইত্যাদি।

ঘ। জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকাতা এবং জাতিসঙ্ঘের ‘কনভেনশন অন রাইটস অব চিল্ড্রেন’ এ বিধৃত অঙ্গিকারের আলোকে জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ প্রণীত হয়েছে। এ নীতির ধারা ১৪ নিম্নরূপঃ

দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিশুদের উন্নয়ন একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে। এ প্রেক্ষিতে সকল দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিশু অধিকার বাস্তবায়ন ও শিশু উন্নয়নের বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত এবং জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

উপরের আলোচনা হতে এটি স্পষ্ট যে, শিশুরা সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ কারণে সরকারের আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নে শিশুদের সামগ্রিক কল্যাণের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া উচিত।

অংশ-ঘ: শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট কাঠামো

এই অনুচ্ছেদে প্রথমে শিশুদের ঝুঁকিসমূহ (Vulnerabilities) তুলে ধরা হয়েছে। তারপর জীবনচক্র পদ্ধতি কিভাবে শিশুদের চাহিদা এবং অধিকার পূরণের জন্য একটি নীতি-কাঠামো প্রদান করতে পারে, সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে, ঝুঁকি ও নীতি কাঠামোর প্রেক্ষাপটে একটি শিশু বাজেট কাঠামো উপস্থাপন করা হয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা নির্ধারিত হয় মূলত: পিতা-মাতার সিদ্ধান্তে। পিতা-মাতা বাল্যকাল থেকে সাবালকত্ব পর্যন্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্যেসেবা, পুষ্টি এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। এই সব মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানে পিতা-মাতা ব্যর্থ হলে সরকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, জীবনধারণের মৌলিক উপাদান যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা-ইত্যাদি সরবরাহ করা এবং বেকারত্ব, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধিতা থেকে উদ্ভূত জটিলতা নিরসন অথবা বিধবা, এতিম ও বয়স্কদের সহায়তা করা সরকারের মৌলিক দায়িত্ব। চিত্র-১ তে ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং শিশুদের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে জীবনচক্র পন্থা কিভাবে কাজ করে তা দেখানো হয়েছে।

চিত্র-১ : ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা এবং শিশুদের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে জীবনচক্র পন্থার ভূমিকা।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র জীবনচক্র পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে শিশু, মাতা, পিতা, দাদা, দাদী, নানা, নানী-সকলকে একটি অবলম্বন ব্যবস্থায় (System of Support) যুক্ত করা হয়, যার শুরু হয় শিশুর জন্মেরও আগে থেকে। যেমনটি চিত্র-১ তে দেখানো হয়েছে, প্রতিটি পর্যায়ে বয়স এবং লিঙ্গ ভিত্তিক ঝুঁকি ও চাহিদা রয়েছে যা মেটাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা নিতে হয়। প্রতিটি স্তরে গৃহীত ব্যবস্থাকে ইনপুট হিসাবে দেখা যেতে পারে যা শিশুকে পরবর্তী স্তর পর্যন্ত বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। তখন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এই কাঠামোর মাধ্যমে গৃহীত পদক্ষেপের ধরন, যেমন বায়োমেডিকেল, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত - ইত্যাদি চিহ্নিত করা যায় এবং কোন স্তরে কোন হস্তক্ষেপটি সবচাইতে বেশি কার্যকর হতে পারে তা নির্ধারণ করা যায়। এই কাঠামো শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে সামাজিক ঝুঁকি ও চাহিদার উপর মনোযোগ দিতে সাহায্য করে তাই নয়, বরং অপ্রতুল সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের দিক-নির্দেশনাও প্রদান করে।

বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশ এই পদ্ধতি ব্যবহার করছে; যেমন, জ্যামাইকা এবং ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র (সামাজিক সুরক্ষা), চীন ও ফিলিপাইন (স্বাস্থ্যসেবা), সেনেগাল (পুষ্টি), ব্রাজিল ও ভারত (স্বাস্থ্য খাত বিশ্লেষণ) এবং সাব-সাহারান আফ্রিকা (শিক্ষা)। এছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল প্রণয়ন, সামাজিক সুরক্ষা উদ্যোগের জন্য ঝুঁকি মূল্যায়ন, অন্যান্য বয়সের জন্য বিদ্যালয় স্বাস্থ্যসেবা এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সম্পর্ক নির্ধারণ এবং পুষ্টি কর্মসূচিতে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রথাগতভাবে, শিশু বাজেট কাঠমোকে বাজেট চক্রের একটি প্রবাহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। জীবনচক্র পদ্ধতি কার্যত: শিশু-কেন্দ্রিক বাজেটের জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে। জীবনচক্র পদ্ধতির আওতায় চাহিদা বিশ্লেষণ শিশুদের চাহিদা পূরণ এবং বিপদাপন্নতা থেকে সুরক্ষা প্রদান করার মত কর্মসূচি প্রণয়ন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে অপূর্ণ চাহিদা এবং বিদ্যমান কর্মকান্ডে কোনো সমস্যা থাকলে তা শনাক্ত করা সম্ভব হয়। বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, বরাদ্দ মূল্যায়ন, এবং ফলাফল পরিমাপ-ইত্যাদির ব্যবস্থার সাথে অংশীজনকে সংযুক্ত করলে এমন একটি গতিশীল নীতি-পরিবেশ তৈরি হতে পারে যাতে শিশুরা তাদের সমস্যা তুলে ধরতে পারে এবং সরকার সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে। নিচে চিত্র-২ তে এই নীতি-পরিবেশে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট কাঠমো তুলে ধরে হলো:

চিত্র ২ : শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট কাঠামো

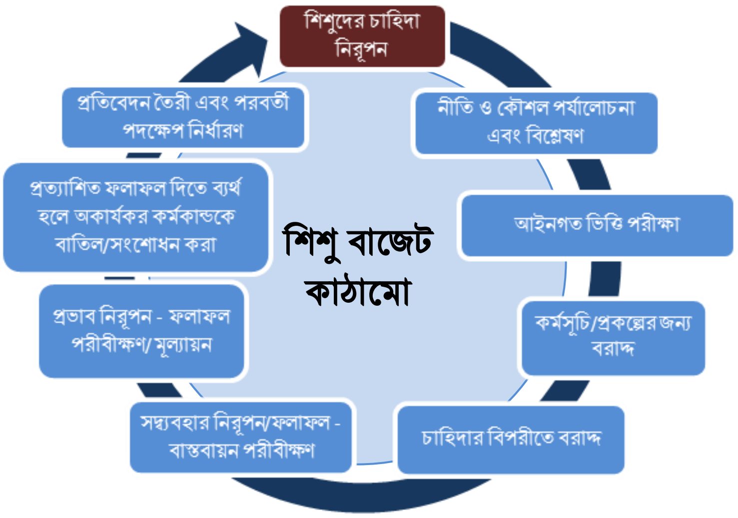

আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে শুরু করতে হবে জীবনচক্রব্যাপী চাহিদা বিশ্লেষণ দিয়ে। গতানুগতিকভাবে ধরা হয়ে থাকে শিশুদের মতামত তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় আর তারা তা ঠিকমত প্রকাশও করতে পারে না। এর ফলে বাজেটের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করা হয় না, পরিণতিতে তাদের বক্তব্য অশ্রুত থেকে যায়। এ কারণে তাদের মতামত চাওয়ার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠানিক রুপ দেয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আন্তরিক পরিবেশ তৈরি করা হলে শিশুরা তাদের প্রত্যাশা ও চাহিদার কথা প্রকাশ করতে পারে। রূপকল্প ও কৌশলগত পরিকল্পনা, যেমন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ইত্যাদিতে ঘোষিত নীতি-কৌশলের ভিত্তিতে শিশু বাজেটের কাথামো তৈরি করা যেতে পারে।

জাতীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য কোন কর্মসূচি চিহ্নিত করতে হলে প্রথমে সুবিধাভোগীদেরকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। শিশুদের ক্ষেত্রে তাদের বয়সসীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। উপকারভোগীদের লক্ষ্যগোষ্ঠী হতে পারে সকল শিশু, অথবা জনমিতিক (demographic) ভিত্তিতে নির্ধারিত শিশুদের একটি বিশেষ অংশ। সে ক্ষেত্রে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চুক্তি এবং রাষ্ট্রীয় আইনগত বাধ্যবাধকতাও বিবেচনা করতে হবে।

একইসাথে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

শিশু কল্যাণের বিভিন্ন দিক বাস্তবায়নের কাজে একাধিক মন্ত্রণালয় জড়িত-প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে, যা সরকারের কার্য বিধিমালা (Rules of Business) দ্বারা নির্ধারিত। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের নিজ নিজ কর্মপরিধিভুক্ত কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে, অর্থায়নের সম্ভাব্য উৎস চিহ্নিত করবে এবং অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও উন্নয়ন সহযোগিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবে। এই পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তার বাজেট প্রণয়নকালে বাজেট উন্নয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে। মন্ত্রণালয় সম্পদের চাহিদার বিষয়টি নিয়ে সকল অংশীজনের (বিশেষ করে অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও উন্নয়ন সহযোগী) সাথে নিরবিচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ রাখবে।

অনুমোদিত বরাদ্দ যেন পুরোপুরি সদ্ব্যবহার হয়, তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকাটি হচ্ছে বাজেট বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের। এ উদ্দেশ্যে কর্মকৃতি ভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। এ ধরনের ব্যবস্থায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকারীদেরকে প্রণোদনা এবং লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেআইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা যেতে পারে।

নির্দিষ্ট সময় অন্তর কর্মসূচি বা প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে যা অভ্যন্তরীণভাবে বা বাইরের প্রতিষ্ঠান দিয়েও করা যেতে পারে। এতে বাস্তবায়ন পরীবীক্ষণের বদলে ফলাফল এবং প্রভাব পরীবীক্ষণের উপর বেশি জোর দেয়া হয়। একটি কার্যকর শিশু-কেন্দ্রিক বাজেটের জন্য যথাযথ মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। এই ব্যবস্থায় কর্মসূচিগুলোর বেজলাইন ও বেঞ্চমার্কিং এবং প্রক্রিয়া মূল্যায়ন ও প্রভাব পরিমাপের বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন।

এ প্রক্রিয়ার একটি পরীবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ বুঝতে পারেন কোন কোন উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে এবং বাকীগুলো অর্জনে করতে কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বরাদ্দ দেয়ার সময়ে মূল্যায়ন কর্মকান্ডের জন্যও বরাদ্দ রাখতে হবে।

উপরে প্রস্তাবিত পদ্ধতি কাঠামোটি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভিন্ন অংশীজন যেমন এনজিও এবং এডভোকেসি গ্রুপ-এর সাথে আলোচনা সাপেক্ষ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/সংশোধন শেষে চূড়ান্ত করা যেতে পারে। এর বাস্তবায়ন নিশ্চিতভাবে নির্ভর করবে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার অধিকতর উন্নতির উপর, যার মধ্যে রয়েছে বাজেটের মধ্যমেয়াদি প্রেক্ষিত প্রণয়ন; আউটকাম, আউটপুট এবং সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা; পরীবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রবর্তন; এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রণোদনা সুবিধাসহ মন্ত্রণালয় ও কার্যনির্বাহীদের জন্য কর্মকৃতি ব্যবস্থা কাঠামো উন্নয়ন - ইত্যাদির উপর।

অংশ-ঙ: শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট প্রতিবেদন তৈরির পন্থা

এ প্রতিবেদনে সামাজিক খাতের তেরটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসূচি ও প্রকল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিশুদের আর্থসামাজিক চাহিদা এবং অধিকার নিয়ে কাজ করে। এই সকল মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের একটি প্রধান অংশ বিভিন্ন মাত্রায় শিশুদের কল্যাণে ব্যয় হয়। এতে নির্বাচিত মন্ত্রণালয়গুলোর প্রকল্প, কর্মসূচি এবং কার্যক্রমকে চারটি অধিকারগুচ্ছ যথা টিকে থাকার অধিকার, উন্নয়নের অধিকার, সুরক্ষার অধিকার ও অংশগ্রহণের অধিকার-ইত্যাদিতে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা এবং বাজেট ফোকাল কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত বৈঠকের মাধ্যমে। প্রতিবেদনে উল্লিখিতে তথ্যের বিষয়ে ঐক্যমত তৈরি এবং সেগুলোর সঠিকত্ব যাচাই এর চেষ্টাও করা হয়েছে। নিচে চিত্র-৩ এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সামগ্রিক পন্থার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

চিত্র-৩: প্রতিবেদন প্রণয়নের পন্থা

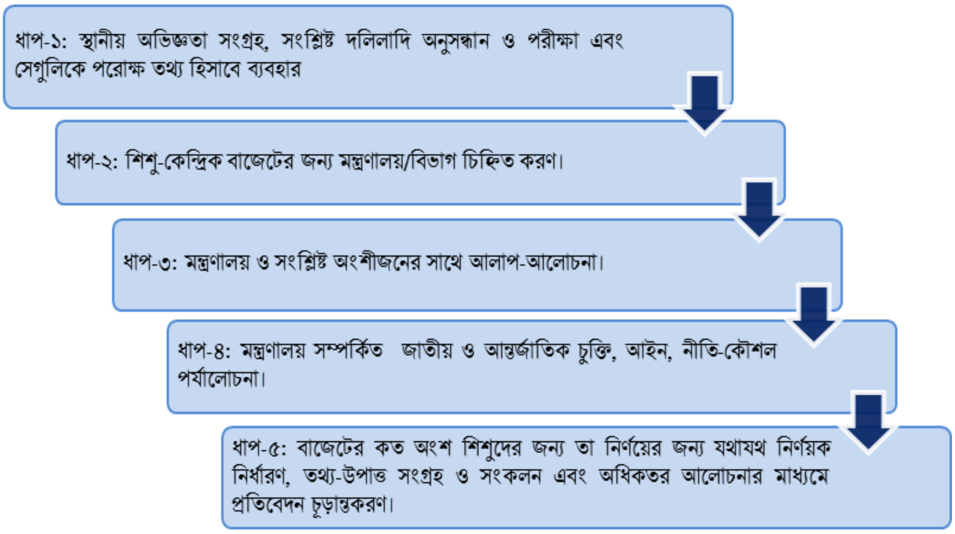

ধাপ ১: একটি অর্থপূর্ণ শিশুকেন্দ্রীক বাজেট প্রতিবেদন তৈরির উদ্দেশ্যে যেসব দেশ শিশু বাজেট প্রণয়নের চেষ্টা করছে, তাদের কর্মকান্ডকে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ধাপ ২: শিশু-কেন্দ্রিক মন্ত্রণালয় শনাক্ত করার উদ্দেশ্যে কর্মবন্টন (allocation of business) অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিধি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিশুদের অধিকার ও কল্যাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভূমিকা রয়েছে, তাদেরকে শিশু বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছে। এই সকল মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রমকে চারটি অধিকারগুচ্ছ যথা-টিকে থাকার অধিকার, উন্নয়নের অধিকার, সুরক্ষার অধিকার এবং অংশগ্রহণের অধিকার-ইত্যাদিতে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গুচ্ছের অধীনে প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রমগুলোকে বিষয়ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে। নিচের সারণি-১ এ প্রতিটি অধিকারগুচ্ছের বিপরীতে বিষয়ভিত্তিক সাব-গ্রুপিং এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-১: শিশুকল্যাণ মাত্রা

অধিকারগুচ্ছের শ্রেণিবিন্যাস	বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস	বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট আইনী বিধান	CRC এর সংশ্লিষ্ট ধারা	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
টিকে থাকার অধিকার				
	খাদ্য, পুষ্টি	সংবিধান: ধারা - ১৫; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.২	CRC ধারা ২৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
	পানি	সংবিধান: ধারা - ১৫	CRC ধারা ২৪	স্থানীয় সরকার বিভাগ
	স্বাস্থ্যসেবা	সংবিধান: ধারা - ১৫; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.১/৬.২/৬.৩	CRC ধারা ২৪	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
	আশ্রয়, বাসস্থান	সংবিধান: ধারা - ১৫; শিশু আইন: অনুচ্ছেদ - ৮৪/৮৫	CRC ধারা ২৭	গৃহায়ন ও গণপূর্ত; ভূমি মন্ত্রণালয়
	পরিবেশ, দূষণ	সংবিধান: ধারা – ১৮ক; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.১২	CRC ধারা ২৪	পরিবেশ ও বন; স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়নের অধিকার				
	শিক্ষা	সংবিধান: ধারা - ১৫, ১৭; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.২/৬.৪/৬.৫	CRC ধারা ২৮	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা; শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
	অবসর, বিনোদন, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড	সংবিধান: ধারা - ১৫; শিশু আইন: অনুচ্ছেদ -৬.৫/৬.৬	CRC ধারা ৩১	নারী ও শিশু বিষয়ক; যুব ও ক্রীড়া; সংস্কৃতি বিষয়ক
	তথ্য	শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.৫	CRC ধারা ১৩,১৭	তথ্য মন্ত্রণালয়;
সুরক্ষার অধিকার				
	শোষণ, শিশুশ্রম	শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ - ৯; বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, অনুচ্ছেদ ৩৪,৩৫	CRC ধারা ৩২	শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়

অধিকারগুচ্ছের শ্রেণিবিন্যাস	বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস	বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট আইনী বিধান	CRC এর সংশ্লিষ্ট ধারা	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
	নির্যাতন ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষা	সংবিধান: ধারা - ২৮; শিশু আইন: অনুচ্ছেদ – ৬-৯, ১৩-১৪, ৪৪; শিশু নীতি অনুচ্ছেদ ৬.৭	CRC ধারা ৩৩-৩৬	স্বরাষ্ট্র; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক
	নিষ্ঠুরতা, সহিংসতা	শিশু আইন: অনুচ্ছেদ – ৬-৯, ১৩-১৪; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.৭	CRC ধারা ১৯,৩৭	স্বরাষ্ট্র; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক
	বিদ্যালয়ে সহিংসতা	শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.৫	CRC ধারা ২৮	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
	সামাজিক নিরাপত্তা	সংবিধান: ধারা - ২৮; শিশু আইন: অনুচ্ছেদ -৮৪; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.২/৬.১২	CRC ধারা ১৬, ২৬, ২৭	সমাজ কল্যাণ; মহিলা ও শিশু বিষয়ক; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ
অংশগ্রহণের অধিকার				
	জন্ম নিবন্ধন, জাতীয়তা	জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ অনুচ্ছেদ ১৮; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.১০	CRC ধারা ৭-৮	স্থানীয় সরকার বিভাগ
	তথ্য	সংবিধান: ধারা - ৩৯; শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ -৬.৫	CRC ধারা ১৩,১৭	তথ্য মন্ত্রণালয়
	মত প্রকাশের অধিকার, মতামত শোনা; সংগঠনের অধিকার	সংবিধান: ধারা - ৩৮, ৩৯ শিশুনীতি: অনুচ্ছেদ – ৬.১৩	CRC ধারা ১২-১৫	তথ্য মন্ত্রণালয়; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ধাপ-৩: প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি পিয়ার গ্রুপ গঠন করা হয়। এছাড়া, আলোচনা সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই প্রকল্পের অংশীদার হিসেবে ইউনিসেফ প্রতিনিধি এই সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন।

ধাপ-৪: এই ধাপে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে:

- শিশুদের জন্য বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কৌশলগত দলিলাদি যেমন, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, বর্তমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) -এর অগ্রগতির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- সরকারের অঙ্গীকার ও অগ্রাধিকারগুলোকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন খাতের নীতি-কৌশল-যেমন স্বাস্থ্য নীতি, পুষ্টি নীতি, স্বাস্থ্য জনমিতিক (*demographic*) জরিপ, শিক্ষানীতি, জাতীয় শিশু নীতি, এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- জাতীয় বাজেটে শিশুদের চাহিদা সম্পর্কিত দায়িত্ব, অঙ্গীকার এবং আকাঙ্খাকে পর্যাপ্তভাবে পূরণ করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক চুক্তিসমূহ, রাষ্ট্রীয়

আইনে সন্নিবিষ্ট শিশু বিষয়ক ধারা ও নীতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ধাপ-৫: এই ধাপে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোকে সাজানো, যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কোন কার্যক্রম যদি সরাসরি শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শিশুদের জন্য কাজ করে এমন শ্রেণীর (যেমন মাতা-পিতা ও অন্যান্য দেখাশোনাকারী বা শিশু-কিশোরদের জন্য নিয়োজিত পেশাজীবী যেমন শিক্ষক, শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ইত্যাদি) সামর্থ্য বৃদ্ধি করে, তাহলে তাকে শিশু-কেন্দ্রিক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যে সকল প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রম নিচের কোন একটি উদ্দেশ্যে কাজ করে, তাদেরকে শিশু-কেন্দ্রিক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে:

- শিশু ও তাদের পরিবারের জন্য মৌলিক সেবা, যেমন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, এবং আশ্রয় প্রদান;
- পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচনে সহয়তাকরণ বা নারীর ক্ষমতায়নকে উৎসাহিতকরণ;
- পরিবার এবং অন্যান্য দেখাশোনাকারীদের জন্য শিশুদের যত্ন করার বিষয়ে সহায়তা;
- প্রতিবন্ধী, অনাথ এবং পথশিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ করা;
- শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ নিরসন;
- শিশুদের দেখাশোনাকারীদের জন্য কর্মসংস্থান বা আয়ের ক্ষেত্র তৈরি;
- ভবিষ্যৎ মানবসম্পদ হিসেবে শিশুদের জীবিকা অর্জনের দক্ষতা বৃদ্ধি।

উপরোল্লিখিত নির্ণায়কসমূহ দ্বারা চিহ্নিত শিশু-কেন্দ্রিক প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রমসমূহকে এরপর 'পূর্ণ শিশু-কেন্দ্রিক' ও 'আংশিক শিশু-কেন্দ্রিক' -এ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। অনুর্ধ ১৮ বছরের শিশুদের উপকারে পুরোপুরি নিয়োজিত অথবা শিশুদের জন্য কাজ করে এমন শ্রেণীকে (যেমন মাতা-পিতা ও অন্যান্য দেখাশোনাকারী বা শিশু-কিশোরদের জন্য নিয়োজিত পেশাজীবি যেমন শিক্ষক, শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ইত্যাদি) শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সকল প্রকল্প বা কার্যক্রম ব্যয় সহায়তা করে সেগুলোকে 'পূর্ণ শিশু-কেন্দ্রিক' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অপরদিকে, যদি কোন প্রকল্প বা কার্যক্রম শিশুসহ জনগণের একটি বৃহত্তর অংশের উপকার করে, তাহলে সেই প্রকল্প বা কার্যক্রমের ব্যয়কে 'আংশিক শিশু-কেন্দ্রিক' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আংশিক শিশু-কেন্দ্রিক প্রকল্প/ কর্মসূচি/কার্যক্রমের ব্যয়ের কত অংশ শিশু-কেন্দ্রিক তা নির্ধারণ করার জন্য নিম্নলিখিত দুটি উপায়ের সুবিধামত একটিকে বেছে নেয়া হয়েছে:

- <u>জনসংখ্যার কত অংশ শিশু সে অনুপাতে ভাগ করা:</u> যে সব প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রমের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত এবং বয়স নির্বিশেষে সমগ্র জনসংখ্যার কল্যাণে নিয়োজিত (যেমন দারিদ্র্য

বিমোচন বা সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন সেবা সম্পর্কিত কর্মসূচি), মোট জনসংখ্যার যত শতাংশ শিশু তাদের ব্যয়ের ততো শতাংশকে শিশুদের জন্য ব্যয় হিসেবে ধরা হয়েছে।

- সুবিধাভোগীদের মধ্যে শিশুদের অনুপাতে ভাগ করা: যে সকল প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট বয়সের শিশুদের পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্কদের উপকারেও কাজ করে (যেমন ১৫-৪৫ বছর বয়সীদের জন্য অব্যাহত শিক্ষা সেবা, হাসপাতালে শিশুদেরকে প্রদান করা সেবা) তাদের ক্ষেত্রে মোট সুবিধাভোগীর সাথে শিশু সুবিধাভোগীর অনুপাত দিয়ে মোট প্রকল্প বা কর্মসূচির কত অংশ শিশুদের জন্য তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ প্রকাশনার মূল উদ্দেশ্য হল শিশু বাজেটের ধারণাকে সরকারের বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারার সাথে একীভূত করা। এ উদ্দেশ্য পূরণে iBAS++ -এর “শিশু বাজেট মডিউল” গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখ্য যে, iBAS++ সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার পুরো প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সরকারের বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন ও হিসাবায়নের কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বাজেট হতে শিশু সংশ্লিষ্ট বাজেটের অংশ হিসাবায়নের জন্য যে মেথডলজি ব্যবহার করা হয়েছে, তা iBAS++ -এর শিশু বাজেট মডিউলে সংযুক্ত রয়েছে। এর ফলে, এ মডিউলের মাধ্যমে iBAS++ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বাজেট পর্যালোচনা করে এর শিশু সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলোর ব্যয়কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারে এবং নির্ধারিত ছক অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পারে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে এধরণের ১৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেগুলিতে শিশু অধিকার বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড রয়েছে, যথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এছাড়া, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় - ইত্যাদি শিশু উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। আগামী বছরগুলোতে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডকেও ধাপে ধাপে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সবশেষে নির্বাচিত ১৩টি মন্ত্রণালয়ের চিহ্নিত ও বিন্যস্ত ব্যয়গুলো চারটি অধিকারগুচ্ছে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা - টিকে থাকার অধিকার, উন্নয়নের অধিকার, সুরক্ষার অধিকার এবং অংশগ্রহণের অধিকার।

অংশ-চ: শিশু কেন্দ্রিক বাজেট: মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ের বিশ্লেষণ

এই অনুচ্ছেদে ১৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের শিশু বাজেট বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে, যা প্রণয়ন করা হয়েছে মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প ব্যয়ের শিশু কল্যাণ প্রভাবের উপর ভিত্তি করে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর আরও বিস্তারিত তথ্য ও বিশ্লেষণ সংযোজনী ১-১৩ তে প্রদান করা হয়েছে। অংশ-খ তে বিধৃত শিশু বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে ১৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের শিশু কেন্দ্রিক বাজেটের সামষ্টিক তথ্য নিচের সারণি-২ এ দেয়া হলো:

সারণি-২: সামগ্রিক শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট

	মন্ত্রণালয়ের বাজেট (বিলিয়ন টাকা)		শিশু কেন্দ্রিক কার্যক্রমের বাজেট (বিলিয়ন টাকা)		মন্ত্রণালয় বাজেটে শিশু কেন্দ্রিক কার্যক্রমের অংশ (%)	
	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২২০.২৩	১৭৭.৯৮	২১৮.৭১	১৭৬.৯১	৯৯.৩১	৯৯.৪০
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৫২.৭১	৪৭.৫৬	৩৮.৪৩	৩৩.৮২	৭২.৯১	৭১.১১
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	২৩১.৪৮	২১৭.১০	১৫৪.৫৫	১৪৪.৬১	৬৬.৭৭	৬৬.৬১
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৪৪.৭৬	-	১৭.৪৯	-	৩৯.০৫	-
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	১৬২.০৩	১৪৮.৫৮	৬৩.০২	৩৯.৯৯	৩৮.৮৯	-
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৫.৭৬	২১.৭৪	৯.২৪	৮.২৯	৩৫.৮৭	৩৮.২৪
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৮৮.৫৩	৮৯.৪৭	২৪.৭২	২৫.৮৮	২৭.৯১	২৮.৯৩
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪৮.৩৪	৪১.৪০	১০.৪২	৮.৫৭	২১.৫৬	২০.৭০
স্থানীয় সরকার বিভাগ	২৪৬.৭৪	২২২.৫৩	১৬.৪৩	১৬.৮২	৬.৬৬	৭.৫৬
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২.৬৩	২.৯০	০.১৭	০.২৬	৬.৮৪	৮.৯৭
জননিরাপত্তা বিভাগ	১৮২.৮৮	১৬৭.৮৩	৫.২১	৪.৭৭	২.৮৫	২.৮৪
তথ্য মন্ত্রণালয়	১১.৪৬	৮.৩৩	০.১০	০.১৪	০.৭৯	১.৬৮
আইন ও বিচার বিভাগ	১৪.২৪	১৪.২৭	০.১০	০.১১	০.৭০	০.৭৭
সর্বমোট (নির্বাচিত ১৩ মন্ত্রণালয়)	**১৩৩১.৮**	**১১৫৯.৭**	**৫৫৮.৬**	**৪৬০.২**	**৪১.৯**	**৩৯.৭**
জাতীয় বাজেটে নির্বাচিত ১৩ মন্ত্রণালয়ের শিশু কেন্দ্রিক বাজেট (%)			**১৩.৯৬**	**১৪.৫১**		
নির্বাচিত ১৩ মন্ত্রণালয়ের শিশু কেন্দ্রিক বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হারে)			**২.৫১**	**২.৩৫**		

দ্রষ্টব্যঃ ১৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসূচি ও প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে হিসাব করা হয়েছে।

উৎসঃ iBAS++ এর শিশু বাজেট মডিউল, অর্থ বিভাগ

২০১৬-১৭ এর সংশোধিত বাজেটের সাথে তুলনা করলে ২০১৭-১৮ সালে নির্বাচিত ১৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট বেড়েছে ১৪.৮ শতাংশ। একই সময়ে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট ৪৬ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৬ হাজার কোটি টাকায়, প্রবৃদ্ধির হিসেবে যা ২১.৪ শতাংশ। যেহেতু মন্ত্রণালয়গুলোর সার্বিক বরাদ্দের প্রবৃদ্ধির চেয়ে শিশু-কেন্দ্রিক কার্যক্রমের বরাদ্দের প্রবৃদ্ধি

বেশি, তাই বোঝা যাচ্ছে যে, শিশু-কেন্দ্রিক প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে মন্ত্রয়ণালয়গুলোর প্রচেষ্টা বিগত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, সরকারের মোট বাজেটে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেটের হিস্যা কিছুটা কমেছে; ২০১৬-১৭ সালে যা ছিল ১৪.৫১ শতাংশ, তা ২০১৭-১৮ তে কমে দাঁড়িয়েছে ১৩.৯৬ শতাংশে। এর প্রধান কারণ হল বিদ্যুৎ ও ভৌত অবকাঠামোর মত বিভিন্ন খাতে বাজেট তুলনামূলকভাবে বেশি বরাদ্দের সংস্থান রাখা। তবে, সবচেয়ে উৎসাহব্যঞ্জক বিষয়টি হচ্ছে, জিডিপি'র অনুপাতে শিশু-কেন্দ্রিক কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দের হার গত এক বছরে ২.৩৫ শতাংশ হতে কিছুটা বেড়ে হয়েছে ২.৫১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

নিচে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বরাদ্দ এবং শিশুদের উপর এর প্রভাব নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিশু কেন্দ্রিক কার্যক্রমে ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারের সবচাইতে বড় মন্ত্রণালয়, যার মোট ব্যয়ের ৯৯.৩১ শতাংশই শিশুকল্যাণের জন্য নিবেদিত (সংযোজনী - ১)। এ মন্ত্রণালয় অনুন্নয়ন বাজেটের অধীনে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে, যার প্রায় সবগুলোই শিশুকেন্দ্রিক। মন্ত্রণালয়ের প্রধান ম্যান্ডেট হচ্ছে, সারাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা। এর বাইরেও এ মন্ত্রণালয় আরো বেশ কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যা সরাসরি শিশুর উন্নয়নের অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। এর মধ্যে রয়েছে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট' পরিচালনা, স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন, শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন, শিশু কল্যাণ ট্রাস্টকে অনুদান প্রদান ইত্যাদি। এছাড়াও প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে কাব স্কাউটিংকে উৎসাহিত করার জন্য আগামী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় উন্নয়ন বাজেটের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যমান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সম্প্রতি জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ করছে। এ উদ্যোগটি প্রাথমিক শিক্ষার মৌলিক অবকাঠামো ও শিক্ষার পরিবেশকে উন্নত করতে সহায়তা করছে, যা শিশুদের উন্নয়নের অধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। উন্নয়ন বাজেটের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তিও প্রদান করা হয়। উপরন্তু, স্কুলে না আসা শিশুদের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেয়া, প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যালয় তৈরি, দারিদ্র্য পীড়িত অঞ্চলে স্কুলে খাবারের ব্যবস্থা করার মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পও রয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট ছিল জিডিপির ১.১৩ শতাংশ, যা ২০১৭-১৮ তে সামান্য কমে দাঁড়িয়েছে ০.৯৯ শতাংশ। একইভাবে, এ মন্ত্রণালয়ের শিশু সংক্রান্ত

বরাদ্দের হার ২০১৬-১৭ সালের ৯৯.৪০ শতাংশ থেকে সামান্য কমে ২০১৭-১৮ তে দাঁড়িয়েছে ৯৯.৩১ শতাংশে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

২০১৬ সালের শেষ নাগাদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয় এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ নামে একটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। এই বিভাগের কার্যক্রমগুলোও শিশুদের উন্নয়নের অধিকারের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এ বিভাগের মূল ম্যান্ডেট হল উন্নতমানের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রদান। এখানে মোট ব্যয়ের প্রায় ৭২.৯১ শতাংশ শিশু-সংবেদনশীল (সংযোজনী - ২)। এ বিভাগ অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে দেশব্যাপী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মাদ্রাসা পরিচালনা করে। উপরন্তু, এ বিভাগ ছাত্র এবং শিক্ষকদের উপবৃত্তি ও প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে, বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কুল ও কলেজ পরিচালনা করে। মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়নে মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিভাগটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোকে অর্থায়ন করে। পাশাপাশি, এ বিভাগের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিপুল সংখ্যক বেসরকারি মাদ্রাসাকে অনুদান প্রদান করা হয়।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ উন্নয়ন বাজেটের অধীনে ছয়টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে, যার সবগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিভিন্ন ধরনের সুবিধা ও গুণমান মান বৃদ্ধি করা। সারাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে ৩৮ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করে, যাদের ৮০ শতাংশ শিশু হলেও এসব মাদ্রাসার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন করার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন প্রকল্প নেই।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের বাজেট, জিডিপির ০.২৪ শতাংশ ও সরকারের মোট বাজেটের ১.৩২ শতাংশ।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগও একটি নতুন প্রতিষ্ঠিত বিভাগ, যা পূর্ববর্তী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পূনর্গঠনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। এই বিভাগেরও শিশুদের উন্নয়নের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট শিশু-সংবেদনশীল অনেকগুলো কার্যক্রম রয়েছে। এ বিভাগের মূল ম্যান্ডেট হচ্ছে মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা, যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশে রয়েছে শিশু। এ বিভাগের বাজেটে মোট ব্যয়ের ৬৬.৭৭ শতাংশ শিশু সংবেদনশীল (সংযোজনী-৩)। বিভাগের অনুন্নয়ন বাজেটের অধীনে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে

থাকে, যার বেশিরভাগই শিশু-কেন্দ্রিক। অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে বিভাগটি সারা দেশে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো পরিচালনা করে। এ বিভাগ এমপিও-ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকদের বেতনের একটি অংশ প্রদান করে থাকে। এই বিভাগ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিশু শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করে, দেশব্যাপী 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ' কার্যক্রম পরিচালনা করে, বাংলাদেশ স্কাউটস এবং বাংলাদেশ গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কাউটিং-কে উৎসাহিত করে। মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিচালনা - ইত্যাদি এই বিভাগের কাজ। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয়। বিভাগটি বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা গবেষণায় এবং সেই সকল সংস্থায় অনুদান প্রদান করে যা শিক্ষা, বিনোদন এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের উন্নয়নের অধিকারকে উৎসাহিত করে।

বিভাগটি তার উন্নয়ন বাজেটের অধীনে মাধ্যমিক শিক্ষার সুবিধা ও গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হচ্ছে, "ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজএ্যাবিলিটি" প্রতিষ্ঠা, যা প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বাজেট ছিল জিডিপি'র ১.১১ শতাংশ, যা ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সামান্য কমে ১.০৪ শতাংশে নেমে এসেছে। এর প্রধান কারণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দুটি বিভাগে বিভাজন এবং অধিদপ্তর ও অধস্তন অফিসগুলির পুনর্বিন্যাস। অন্যদিকে, এই বিভাগের মোট বাজেটের শিশু-সংবেদনশীল অংশ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৬৬.৬১ শতাংশ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কিছুটা বেড়ে ৬৬.৭৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

শিশুদের কল্যাণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর মধ্যে একটি হলো শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান। এটি তাদের বেঁচে থাকার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মত, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কেও সম্প্রতি দুটি বিভাগে বিভক্ত করে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ নামে দুটি আলাদা বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এর মধ্যে, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগকে। এ বিভাগের স্বাস্থ্য শিক্ষা অংশের শিশু সম্পৃক্ততা কম হলেও পরিবার পরিকল্পনা এবং পরিবার কল্যাণ অংশ শিশুস্বাস্থ্যের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই বিভাগের মোট ব্যয়ের ৩৯.০৫ শতাংশ শিশুকল্যাণে নিয়োজিত (সংযোজনী - ৪)। বিভাগটি অনুন্নয়ন বাজেটের অধীনে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে

থাকে, যাদের বেশিরভাগই শিশু-কেন্দ্রিক। অধিদপ্তর ও সংস্থাগুলির মাধ্যমে এ বিভাগ সরকারি মেডিকেল কলেজ, প্যারামেডিক ইনস্টিটিউট, নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল অ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল এবং অন্যান্য বিশেষায়িত মেডিকেল শিক্ষা পরিচালনা করে থাকে, যা শিশুদের কল্যাণের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত না হলেও শিশুর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষায় প্ররোক্ষ প্রভাব রয়েছে। অন্যদিকে, পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং এর মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোর অধীনে দেশজুড়ে পরিবার পরিকল্পনা এবং মাতৃত্ব পরিসেবাগুলি প্রদান করা হয়, যা সরাসরি শিশু-সংবেদনশীল কার্যক্রম। মেটারনিটি ক্লিনিকগুলির মাধ্যমে প্রদত্ত মাতৃত্বকালীন সেবা দেশে মাতৃমৃত্যুহার এবং শিশু মৃত্যুহারের উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বিভাগটি ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদানে এবং জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) কে অর্থায়ন করে থাকে। উপরন্তু, বেসরকারিভাবে পরিচালিত মাতৃস্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ ক্লিনিক, শিশু স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান - ইত্যাদিকে অনুদান দিয়ে থাকে। একইভাবে এটি মাতৃস্বাস্থ্য ও স্তন ক্যান্সার সম্পর্কিত বিষয়ে পরামর্শ প্রদানকারী এনজিওগুলিকে অর্থ সহায়তা দিয়ে থাকে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ উন্নয়ন বাজেটের আওতায় শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যসেবার সুবিধা ও গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। শিশুকল্যাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে এমন প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ‘নার্সিং ও ধাত্রী শিক্ষা সেবা প্রকল্প’, ‘ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক, নিউরো-ডিসঅর্ডার এবং অটিজম ইন BSMMU প্রকল্প’ এবং ‘মেটারনাল, চাইল্ড, রিপ্রোডাকটিভ এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ্ প্রকল্প’ ইত্যাদি।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বাজেট সরকারের মোট বাজেটের শতকরা ১.১২ ভাগ এবং জিডিপির ০.২০ শতাংশ।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মতো স্বাস্থ্যসেবা বিভাগও নতুন, যা পূর্বের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। এই বিভাগটি শিশুকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে, যা শিশু কল্যাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং শিশুর বেঁচে থাকার অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। এ বিভাগের দায়িত্ব হচ্ছে শিশুসহ সকলকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। বিভাগের মোট ব্যয়ের ৩৮.৮৯ শতাংশ শিশুকে কল্যাণে নিবেদিত (সংযোজনী-৫)। বিভাগটি অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় দেশব্যাপী অসংখ্য হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। এসব হাসপাতাল তাদের নৈমত্তিক কর্মকান্ডের অংশ হিসাবে অন্যান্যদের মত শিশুদেরও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। প্রায় সকল হাসপাতালেরই নবজাতক এবং শিশুদের জন্য

নির্ধারিত ওয়ার্ড বা বিশেষ ইউনিট রয়েছে। বাজেটে হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ব্যয় স্পষ্টভাবে চিহ্নিত থাকলেও নবজাত এবং শিশুদের জন্য বিশেষ ওয়ার্ড ও ইউনিটগুলোর ব্যয় পৃথকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। সুতরাং, এই বিভাগের শিশু-কেন্দ্রিক ব্যয় যা ৩৮.৮৯ শতাংশ দেখানো হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা আরো বেশি হবে।

হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ছাড়াও, এই বিভাগের অন্যান্য অধিদপ্তরগুলোও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর দেশে ঔষধ সংক্রান্ত আইন কানুন প্রয়োগ করছে, সেবা পরিদপ্তর দক্ষ নার্স এবং ধাত্রী তৈরি করছে। একইভাবে, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সকল স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

উপরন্তু, এই বিভাগ শিশুদের জন্য বিভিন্ন টিকাদান কর্মসূচি পরিচালনা করছে, যা সম্পূর্ণরূপে শিশু-কেন্দ্রিক এবং শিশুদের বেঁচে থাকার অধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। শিশুদের সংক্রামক রোগের জন্য বিশেষায়িত বেসরকারি হাসপাতালগুলোকেও এই বিভাগ অনুদান দিয়ে থাকে। বিদ্যালয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রও এই বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়, যদিও এর ব্যপ্তি খুবই সীমিত।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ উন্নয়ন বাজেটের অধীনে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যার লক্ষ্য হচ্ছে সার্বিকভাবে স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা এবং গুণগতমান উন্নত করা। এর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য প্রকল্প রয়েছে যা শিশু কল্যাণকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে, যেমন 'সেইফ মাদারহুড প্রমোশন - অপারেশন রিসার্চ অব সেইফ মাদারহুড এন্ড নিউবর্ণ সারভাইভাল' প্রকল্প এবং 'ম্যাটারনাল, নিউনেটাল এন্ড চাইল্ড হেলথ্ প্রোগ্রাম' ইত্যাদি।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের বাজেট জিডিপির ০.৭৩ শতাংশ এবং মোট সরকারি বাজেটের ৪.০৫ শতাংশ।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শিশু অধিকার সনদ, যা একটি আইনগত বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক দলিল, তার অনুচ্ছেদ-৪ এ বলা হয়েছে যে, শিশুদের অধিকার বাস্তবায়নে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সম্পদের ব্যবহার এবং সবধরনের যথাযথ প্রশাসনিক, আইনি ও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। শিশুদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে জাতীয় শিশু নীতি গ্রহণ করেছে। এই নীতির মূল কথা হচ্ছে, বাংলাদেশের সাংবিধানিক, শিশু আইন এবং আন্তর্জাতিক আইন ও রীতির আলোকে শিশুর অধিকার নিশ্চিত করা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ জিডিপির ০.১২ শতাংশ যা ১০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ০.১১ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ৩৫.৮৭ শতাংশ হচ্ছে শিশু-কেন্দ্রিক, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ৩৮.২৪ শতাংশ (সংযোজনী - ৬)। এ মন্ত্রণালয় অনুন্নয়ন বাজেটের অধীনে শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে পথশিশুদের পুনর্বাসন, দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্ব ভাতা প্রদান, দারিদ্র্য দূর করার 'স্বপ্ন প্যাকেজ'-এর আওতায় মায়েদের জন্য সহায়তা প্রদান এবং শহুরে দরিদ্র মা ও শিশুদেরকে পুষ্টি সেবা প্রদান, তৈরি পোশাক কারখানা শ্রমিকদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা ইত্যাদি। মন্ত্রণালয়ের আরো দুটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হচ্ছে, শিশু পুরস্কার প্রদান এবং কিশোর-কিশোরীদের ক্লাবে সংগঠিত করে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিচালিত বাংলাদেশ শিশু একাডেমি শিশুদের মেধা ও মননের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বছরব্যপী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। পাশাপাশি, এ একাডেমি শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনা করে, জাতীয় শিশু দিবস পালন করে এবং শিশুদের জন্য উপযোগী বিভিন্ন বই এবং সাময়িকী নিয়মিত প্রকাশ করে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটের অধীনে শিশুদের কল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র নির্মাণ এবং ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক ইউনিট স্থাপন - ইত্যাদি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হচ্ছে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, দুর্যোগের সময় উদ্ধার অভিযান সমন্বয়, ক্ষতিগ্রস্থ জনসংখ্যার জন্য মানবিক সহায়তা প্রদান এবং সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। শিশুদের সুরক্ষার অধিকার ও বেঁচে থাকার অধিকারের সাথে এই কর্মকান্ডগুলোর সম্পৃক্ততা রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ জিডিপির ০.৪০ শতাংশ যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ০.৪১ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ২৭.৯১ শতাংশ শিশু-কেন্দ্রিক যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ২৮.৯৩ শতাংশ।

যদিও এ মন্ত্রণালয় এমন কোনও প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে না, যা সম্পূর্ণভাবে শিশু-কেন্দ্রিক, তবে এর বেশির ভাগ কার্যক্রমে শিশু-সংবেদনশীল উপাদান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সকল ধরনের মানবিক সহায়তা কর্মসূচিতে ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও শিশুদের অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য মন্ত্রণালয় নীতি গ্রহণ করেছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত দুর্যোগকালীন আশ্রয় কেন্দ্রগুলোকে শিশু, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশুদের উপযোগী করে নির্মাণ করা হয়। অধিকাংশ আশ্রয়কেন্দ্র বিদ্যালয় ও অন্যান্য

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গানে নির্মান করা হয়, যাতে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সারাবছর সেগুলো ব্যবহার করতে পারে এবং এর থেকে শিশুরা উপকৃত হতে পারে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হচ্ছে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল বাস্তবায়নে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলির মধ্যে একটি, যা নানাভাবে শিশু কল্যাণে অবদান রাখছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট বরাদ্দ হবে জিডিপি'র ০.২২ শতাংশ, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও একই ছিল। এর মধ্যে, শিশু-সংবেদনশীল কার্যক্রমে ব্যয় হবে মোট বাজেটের ২১.৫৬ শতাংশ, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ২০.৭০ শতাংশ (সংযোজনী ৮)।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন বাজেটের অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু-কেন্দ্রিক কার্যক্রম ও কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিসেবিলিটি প্রটেকশন ট্রাস্ট, শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রতিবন্ধীদের যন্ত্র এবং সহায়তা কেন্দ্র, শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট কার্যক্রম ইত্যাদিতে এ মন্ত্রণালয় অর্থ সহায়তা প্রদান করে। এসকল কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের একটি বড় অংশ শিশু। এছাড়াও, মন্ত্রণালয় বেসরকারি মাদ্রাসার ছাত্রদের অনুদান দিয়ে থাকে, প্রতিবন্ধী শিশুদের বৃত্তি প্রদান করে এবং শিশুদের জন্য প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং কিশোর অপরাধীদের জন্য সংশোধন কেন্দ্র পরিচালনা করে। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার জন্য বিশেষায়িত বেসরকারি স্কুলেও এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অনুদান প্রদান করা হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগ

নিরাপদ সুপেয় পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা শিশুর বেঁচে থাকার অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ এবং এ কাজগুলো বহুলাংশে স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত। পাশাপাশি, জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, যা শিশুদের অংশগ্রহণের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। এ প্রেক্ষাপটে, শিশু-সংবেদনশীল বাজেট আলোচনায় স্থানীয় সরকার বিভাগ খুবই প্রাসঙ্গিক। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ বিভাগের বাজেট দাঁড়াবে জিডিপি'র ১.১১ শতাংশ এবং শিশু সংবেদনশীল কার্যক্রমে ব্যয় হবে এর ৬.৬৬ শতাংশ (সংযোজনী-৯)। এ বিভাগের অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়, যার আওতায় বিভিন্ন শিশু-সংবেদনশীল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও, এ বিভাগ বড় বড় শহরগুলোতে পানি

সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোকে (ওয়াসা) অনুদান প্রদান করে থাকে, যা থেকে শিশুরাও উপকৃত হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বেশ কিছু শিশু সংবেদনশীল প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল আরবান প্রাইমারি হেলথকেয়ার সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট, আরবান পাবলিক অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এবং ঢাকা এনভাইরনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট ইত্যাদি।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শিশুশ্রম ও কর্মক্ষেত্রে শোষণের হাত থেকে শিশুদের সুরক্ষা দেয়া শিশু সুরক্ষার অধিকার বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এ কাজটির মূল দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। সে প্রেক্ষিতে শিশু বাজেটের পর্যালোচনায় এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা প্রাসঙ্গিক। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট দাঁড়াবে জিডিপি'র ০.০১ শতাংশ এবং এর মধ্যে শিশু সংবেদনশীল কার্যক্রমে ব্যয় হবে মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের মাত্র ৬.৮৪ শতাংশ (সংযোজনী-১০)।

এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় দুইটি অধিদপ্তর শিশুশ্রম প্রতিরোধে কাজ করছে। এগুলো হল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম পরিদপ্তর। যদিও মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত দপ্তরের প্রায় সকল কার্যক্রমেই শিশুশ্রম প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়, তবে সরাসরি শিশুশ্রম প্রতিরোধের জন্য সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক কোন কার্যক্রম বা প্রকল্প এ মন্ত্রণালয়ের নেই। এ বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

জননিরাপত্তা বিভাগ

শিশুদের সুরক্ষার অধিকারের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নির্যাতন ও বৈষম্য এবং নিষ্ঠুরতা ও সহিংসতা হতে সুরক্ষা দেয়া, যা অনেকাংশে জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত। এ বিভাগের আওতায় বেশ কিছু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কার্যক্রম পরিচালনা করে; যেমন, বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল, কোস্ট গার্ড ইত্যাদি। এসকল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দৈনন্দিন কার্যক্রমে নানবিধ শিশু-সংবেদনশীল উদ্যোগ রয়েছে। তবে, সরাসরি শিশুর কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত এমন আলাদাভাবে চিহ্নিত করার মত কার্যক্রম খুবই সীমিত। ফলে, এ বিভাগের সকল কার্যক্রম ও প্রকল্প পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন, যাতে করে এ বিভাগ শিশু কল্যাণে আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জননিরাপত্তা বিভাগের বাজেট দাঁড়াবে জিডিপি'র ০.৮২ শতাংশ এবং এর মধ্যে শিশু সংবেদনশীল কার্যক্রমে ব্যয় হবে মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের মাত্র ২.৮৫ শতাংশ (সংযোজনী-১১)।

তথ্য মন্ত্রণালয়

শিশুর উন্নয়নের অধিকারের তিনটি অংশ রয়েছে। প্রথমটি হল শিক্ষার অধিকার, যা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভাগসমূহের কর্মপরিধিভুক্ত। অপর দুইটি অধিকার হল অবসর, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অধিকার এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার, যা বহুলাংশে তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধিভুক্ত। এ প্রেক্ষাপটে তথ্য মন্ত্রণালয়কে শিশু বাজেট পর্যালোচনায় এবছর নতুনভাবে যুক্ত করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় অনেকগুলো সংযুক্ত দপ্তর, সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে শিশু সংবেদনশীল সামাজিক সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় এবং শিশুদের উপযোগী টেলিভিশন ও রেডিও অনুষ্ঠান, সিনেমা ইত্যাদি তৈরি ও সম্প্রচার করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তথ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট দাঁড়াবে জিডিপি'র ০.০৫ শতাংশ এবং এর মধ্যে শিশু সংবেদনশীল কার্যক্রমে ব্যয় হবে মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের মাত্র ০.৭৯ শতাংশ (সংযোজনী-১২)। ফলে, সরাসরি শিশুর কল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট নতুন কার্যক্রম ও প্রকল্প এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আইন ও বিচার বিভাগ

শিশুর সুরক্ষার অধিকারের অন্যতম উপাদান হল নির্যাতন ও সহিংসতা হতে শিশুকে রক্ষা করা, যার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এ ধরনের ঘটনায় ভিকটিম শিশুর ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। শিশুদের আর্থিক সামর্থ ও সামাজিক প্রভাব বড়দের তুলনায় কম থাকার কারণে ন্যায়বিচার না পাওয়ার ঝুঁকি তাদেরই বেশি; আর একারণে-ই বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব হল শিশুর ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা। এ প্রেক্ষাপটে, আইন ও বিচার বিভাগকে শিশু সংবেদনশীল বাজেট বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদিও বিভিন্ন আইনে ও সামগ্রিকভাবে বিচার ব্যবস্থায় শিশুদের সুরক্ষায় নানা ধরনের বিধান রয়েছে, তথাপিও এ বিভাগের আওতায় শিশু সংবেদনশীল ও সরাসরি শিশুর কল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বা প্রকল্প বাজেট পর্যালোচনায় পাওয়া যায়নি। সামনের বছরগুলোতে আইন ও বিচার বিভাগের আওতায় শিশুর সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রম যুক্ত করা প্রয়োজন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগের বাজেট দাঁড়াবে জিডিপি'র ০.০৬ শতাংশ এবং এর মধ্যে শিশু সংবেদনশীল কার্যক্রমে ব্যয় হবে মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের মাত্র ০.৭০ শতাংশ (সংযোজনী-১৩)।

অংশ-ছ: উপসংহার ও ভবিষ্যত করণীয়

বিগত দশকে প্রায় সব আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ প্রভূত অগ্রগতি সাধন করেছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪ শতাংশের কম; যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.২৪ শতাংশে। এই প্রবৃদ্ধির ব্যাপ্তি ছিল সর্বত্র। দারিদ্রের হার ২০১০ সালের ৩১.৫ শতাংশ থেকে কমে ২০১৬-তে দাঁড়িয়েছে ২৪.৮ শতাংশে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়াও সামাজিক ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন সুবিধা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার যেমন লক্ষণীয়ভাবে কমেছে, তেমনি বেড়েছে মানুষের গড় আয়ু।

এই সকল সাফল্য বৈশ্বিক পরিমন্ডলে সমাদৃত হলেও এদেশের শিশুরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, যেগুলো জরুরীভিত্তিতে অপনোদন করা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বিপদাপন্ন দেশে পরিণত হয়েছে। আজকের শিশু এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতির বোঝার বড় অংশ বহন করবে, যা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং সামাজিক পথপরিক্রমায় শিশুদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এ কারণে শিশু-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো ‘জাতীয় কৌশলগত কর্ম পরিকল্পনা এবং দুর্যোগ ঝুকি প্রশমন’ দলিলে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে সচেতন রয়েছে। ফলে রাষ্ট্রীয় নীতি-কৌশল সংক্রান্ত দলিলপত্র, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সেক্টরাল পরিকল্পনা, শিশু আইন-ইত্যাদিতে এ চ্যালেঞ্জগুলো গুরুত্বসহকারে সন্নিবিষ্ট হয়েছে এবং উত্তরণের উপায়ও বিবৃত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে শিশু কেন্দ্রিক বাজেট চালু করার মাধ্যমে শিশুদের কল্যানে সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত হয়েছে।

প্রথম শিশু বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে, নাম দেয়া হয়েছিল, ‘শিশুদের জন্য বাজেট ভাবনা’। পরবর্তীতে জাতীয় বাজেটে শিশু সংক্রান্ত ব্যয় চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনা ও ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির কাজ করা হয়। এভাবে ২০১৬-১৭ সালে প্রকাশিত ‘বিকশিত শিশু: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ’ প্রতিবেদনটি ছিল আরো একটু বিস্তারিত। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অন্যান্য অংশীজনের মতামত ও দিকনির্দেশনার উপর ভিত্তি করে এটি তৈরি করা হয়েছিল।

সরকারের কোন্ মন্ত্রণালয় শিশুদের জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে তা পরিমাপ করাই কেবল এ প্রকাশনার লক্ষ্য নয়; বরং শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে সরকারের সাংবিধানিক ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী ব্যয় পর্যাপ্ত কিনা এবং বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যয়িত হচ্ছে কিনা তা মূল্যায়ন করাও এ প্রকাশনার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া, এ প্রকাশনায় বিদ্যমান কার্যক্রমের কিছু দুর্বলতা/অসঙ্গতি তুলে ধরা হয়েছে যা সম্পদ বন্টন ও কর্মসূচি প্রণয়ন পর্যায়ে

বিবেচনায় নেয়া হবে। তাছাড়া, চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় বিধানেরও সুযোগ রয়েছে। মোটকথা, চলমান কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অব্যাহত থাকবে এবং সেগুলোর ধরন ও প্রকৃতি প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পরিবর্তন করা হবে।

বর্তমানে একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে, যার উপর ভিত্তি করে শিশু সংক্রান্ত প্রকল্প/কর্মসূচির ব্যয়ের গুণগত মান উন্নয়ন করা হবে, ফলশ্রুতিতে জনগণের অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে। জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য শিশু কেন্দ্রিক প্রকল্প/কর্মসূচির উপর সামাজিক নিরীক্ষা বা সামাজিক প্রভাব প্রতিবেদন – চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।

কার্যকর ফলাফলের জন্য মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো এবং জাতীয় বাজেট কাঠামোর আওতার মধ্যেই ঈপ্সিত পরিবর্তন আনার চেষ্টা করতে হবে। এ লক্ষ্যে সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন/আধুনিকায়ন প্রয়োজন; যেমন, সম্পদ ও কর্মকৃতির যোগসূত্র স্থাপন, কর্মকৃতি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রস্তুত এবং উন্নন মানের কর্মকৃতির জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রণোদনা প্রদান।

সরকার আন্তরিকভাবে আশা করে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র,সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে ভয়শূন্য চিত্তে শিশুরা বেড়ে উঠবে সকলের স্নেহ ছায়ায়। তাদের অন্তর্গত সম্ভাবনাগুলো অজস্র পত্র-পল্লবে বিকশিত হবে। শিশুদের উন্নয়নে সরকারের ঐকান্তিক প্রতিশ্রুতির উজ্জ্বল প্রকাশ এই পুস্তিকাটি। অর্থবিভাগ এবং ১৩টি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অক্লান্ত শ্রমে এ প্রকাশনাটি আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। তবে এ কথা স্বীকার্য যে, এটিকে আরো সমৃদ্ধ করার সুযোগ রয়েছে। আগামী প্রকাশনায় সে প্রত্যাশা পূরণের প্রয়াস থাকবে।

সংযোজনী-১

১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়:

সবার জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়ন ও তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে। এ কাজে মন্ত্রণালয়ের রয়েছে বিভিন্ন নীতি, কৌশল, আইনি কাঠামো এবং মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তরগুলোর সমন্বয়ে একটি কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো। এ অংশে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিশু কল্যাণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন, নীতি ও অগ্রাধিকার আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের সাম্প্রতিক সময়ের হালচিত্র নিচের সারণিতে দেখানো হলঃ

সারণি-৩: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪
অনুন্নয়ন ব্যয়	১৩২.৭১	১৪৪.৫৩	১১৬.০০	৮০.৮৪	৭৪.৩৫
উন্নয়ন ব্যয়	৮৭.৫২	৭৭.১০	৫২.৪৭	৪৩.৩৩	৪৫.২৯
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	২২০.২৩	২২১.৬৩	১৬৮.৪৭	১২৪.১৭	১১৯.৬৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৫.৫০	৬.৫১	৬.৩৭	৫.১৮	৫.৫৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৯৯	১.১৩	০.৯৮	০.৯৩	১.০১

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত পাঁচ বছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট সরকারের মোট বাজেটের শতকরা হারে এবং জিডিপি'র শতকরা হারে স্থিতিশীল অবস্থানে রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট দাঁড়াবে জিডিপি'র ০.৯৯ শতাংশ, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ১.০১ শতাংশ।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি ও কৌশলসমূহ:

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মূল কর্মপরিধি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ ও ১৭-এর সাথে সম্পর্কিত। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি, কৌশল ও কার্যক্রম

বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি ও কৌশলসমূহ নিয়ে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১০ শিক্ষা বিষয়ে সরকারের রূপকল্প জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০-এ বিস্তারিতভাবে বিধৃত হয়েছে। 'সকলের জন্য শিক্ষা' বাস্তবায়নে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের বিষয়টি এ নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতির মূল ভিত্তি	জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০-এ প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপঃ • মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা • কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচি সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা • সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা স্তর চালু করার মাধ্যমে শিশুদের মেধা ও মননের বিকাশ সাধন করা • ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদকাল ৫ বছর হতে বৃদ্ধি করে ৮ বছর করা • সব ধরনের প্রতিবন্ধীসহ সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা • প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা এ শিক্ষা নীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার সকল দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সবার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য সরকার ধীরে ধীরে সকল প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করছে। প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদকাল ৫ বছর হতে বাড়িয়ে ৮ বছর করা হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় আধুনিক পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবই এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ চলমান রয়েছে। কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি, ২০০৬	সরকার ২০০৬ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করে, যার মূল উদ্দেশ্য হল দেশের নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করে সকলকে সমাজের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করা। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা যারা কর্মস্থলে যোগ দিয়েছে, তাদের শিক্ষার জন্য দ্বিতীয় সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়াই এ নীতির মূল উদ্দেশ্য।
৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিগত বছরগুলোতে শিক্ষাক্ষেত্রে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যেমনঃ সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, ঝরে পড়ার হার হ্রাস এবং প্রাথমিক শিক্ষা	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো সন্নিবেশিত আছেঃ • স্কুলসমূহে পাঠদান ও শিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন • সমাজের অসাম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সকলের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা • শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ ও শিক্ষার কার্যকরিতা বৃদ্ধি। • প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সম্পন্ন করার হার বৃদ্ধি।	জাতীয় শিক্ষা নীতিকে অনুসরণ করে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিম্নবর্ণিত অগ্রাধিকারসমূহ নির্ধারণ করেছেঃ • শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন • নতুন স্কুল ভবন নির্মাণ ও পুরাতন ভবনসমূহের মেরামত, পুন:নির্মাণ ও সংস্কার সাধন • স্কুল টিফিন কার্যক্রম চালুকরণ • সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ;
- প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন;
- সাক্ষরতার হার বাড়ানো।

সারণি-৪: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল

কর্মকৃতি নির্দেশক	কর্মকৃতি নির্দেশক মান	
	২০১০	২০১৫
গ্রস স্কুল ভর্তির হার (%)	১০৭.৭	১০৮
নিট ভর্তির হার (%)	৯৪	৯৮
শিক্ষা সমাপনের হার (%)	৫৫	৮০
৫ম শ্রেণি হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তরণের হার (%)	৯৭	৯৯
শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত	১:৪৯	১:৪০

সূত্রঃ মন্ত্রণালয় বাজেট কাঠামো (এমবিএফ), অর্থ বিভাগ

কেস স্টাডি

বরিশালের ঝুলন্ত উদ্যানঃ বিদ্যালয় অংগনে সবজি বাগানের সম্ভাবনা

টমেটো, মিষ্টিকুমড়া, বেগুন, লাউ, মরিচ, পুঁইশাক, ধনেপাতাসহ নানান জাতের মৌসুমি সবজি রোপণ করা হয়েছে বরিশাল সদরের সরকারি কর্মচারি কোয়ার্টার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদের টবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা টবে ও ঝুলন্ত মাচায় বিভিন্ন রঙিন সবজিবাগান দেখে খুবই উৎফুল্ল। তারা বাগানের পরিচর্যা কিভাবে করতে হয় তা শিক্ষকদের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শিখছে। ক্লাশ বিরতির সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বাগান পরিচর্যা ও পরিদর্শন করে। টবের সবজিবাগানে যখন ফলন হয় তখন শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। এতে শিক্ষার্থীরা পুষ্টি সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছে এবং প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের সবজি খাওয়ার প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক করে গড়ে তোলার কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিশুর পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচি ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিস্কুট দিয়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি, পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় শিখন প্যাকেজের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কৃমি নিয়ন্ত্রণ ও দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ বিদ্যালয়ের সবজি বাগান সৃজন কার্যক্রম চালু করেছে। যে সকল বিদ্যালয়ে সবজি বাগান করার মত উপযুক্ত জায়গা আছে, সেসব বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় স্ব-স্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সহযোগিতায় সবজি বাগান সৃজন করা হয়েছে। কিন্তু যে সকল বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত জায়গা নেই, সেই সব বিদ্যালয়ে বিকল্প হিসেবে টবে, বালতি, ড্রাম, পরিত্যক্ত পানির বোতলে সবজি ও শোভা বর্ধনকারী গাছ রোপন করা হয়েছে।

শুধু বরিশালেই নয়, বর্তমানে বাংলাদেশে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি প্রকল্পভুক্ত ৯৩ উপজেলার শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদর্শনী সবজি বাগান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। স্কুল ফিডিং কর্মসূচির অত্যাবশ্যকীয় শিখন প্যাকেজের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীলতা প্রকাশ পাচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার পাশাপাশি বিদ্যালয় ও বাড়িতে সবজি বাগান তৈরিতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এভাবে এ কার্যক্রম সারাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রচলন করা সম্ভব।

সারণি-৫: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	২২০.২৩	১৭৭.৯৯
অনুন্নয়ন বাজেট	১৩২.৭১	১১৫.৩৬
উন্নয়ন বাজেট	৮৭.৫২	৬২.৬৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	২১৮.৭২	১৭৬.৯২
অনুন্নয়ন বাজেট	১৩২.৬০	১১৫.২৫
উন্নয়ন বাজেট	৮৬.১২	৬১.৬৭
সরকারের মোট বাজেট	**৪,০০৩**	**৩,১৭২**
জিডিপি	২২,২৩৬	১৯,৫৬১
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.০০	১৬.২১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৯৯	০.৯১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৫.৫০	৫.৬১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৯৮	০.৯০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৫.৪৬	৫.৫৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	৯৯.৩১	৯৯.৪০

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

সংযোজনী-২

২. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ঃ

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তনের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃজনে সরকার বদ্ধপরিকর। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরকার সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ নামে নতুন এই বিভাগটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এই বিভাগের কার্যক্রমসমূহ নিম্নরুপঃ

- কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নীতি ও কার্যক্রম প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষাসংশ্লিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিনামূল্যে প্রদত্ত পাঠ্য বই সমূহ বিতরণে সহায়তাকরণ;
- তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার সামগ্রি বিতরণ

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে বাজেট বরাদ্দের সাম্প্রতিক সময়ের হালচিত্র নিচের সারণিতে দেখানো হলঃ

সারণি-৬: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪
অনুন্নয়ন ব্যয়	৪৪.৩২	৪৩.৩৭		-	-
উন্নয়ন ব্যয়	৮.৩৯	৪.২০		-	-
বিভাগের মোট বাজেট	৫২.৭১	৪৭.৫৭		-	-
বিভাগের বাজেট	১.৩২	১.৫০		-	-
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.২৪	০.২৪		-	-

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ছিল জিডিপি'র ০.২৪ শতাংশ, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অপরিবর্তিত থাকবে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হল:

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০	জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০-এর সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ: • শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা • কর্মজগতে অংশগ্রহণের জন্য একটি পর্যায়ের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরুপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা • বিভিন্ন রকমের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, নৃ-তাত্ত্বিক ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগুলো নিম্নরূপ: • বিভিন্ন কারণে কম সুযোগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য অগ্রসর শিক্ষার্থীদের অনুরূপ সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূর করা • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১:৩০ এ উন্নীত করা • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্যপ্রযুক্তি, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের সুবিধা প্রদান করা • মাধ্যমিক শিক্ষার সব ধারাতেই জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক করা
৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাঃ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আছে, তা অর্জনের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ প্রয়োজন। এ পরিকল্পনায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন দক্ষ ও অধিকতর উৎপাদনশীল মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ: • কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন **কৌশলসমূহ:** • সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন • শিক্ষাদানের মান উন্নীতকরণ • যথাসম্ভব নিজস্ব ভাষায় শিক্ষাদান • কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান বিভিন্ন ধারার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যকার পার্থক্য কমিয়ে আনা • ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার কমানো • নারী শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান • শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য কমানো
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা শিক্ষার অগ্রাধিকারসমূহ	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা সরকারের গৃহিত বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য নিম্নবর্ণিত অগ্রাধিকারসমূহ চিহ্নিত করেছেঃ • গুণগত মানসম্পন্ন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে সকলের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করা;

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
	• কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন এবং এ ধরনের নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন • বিভিন্ন প্রায়োগিক শিক্ষার সুবিধা সম্প্রসারণ • কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি প্রদান • বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- গুণগত মানসম্পন্ন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ;
- শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং বিভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমতা আনয়ন;
- অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শ্রমবাজারের জন্য উপযুক্ত দক্ষতাসম্পন্ন জনবল গড়ে তোলা।

সারণি-৭: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
বিভাগের মোট বাজেট	৫২.৭১	৪৭.৫৭
অনুন্নয়ন বাজেট	৪৪.৩২	৪৩.৩৭
উন্নয়ন বাজেট	৮.৩৯	৪.২০
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	৩৮.৪৩	৩৩.৮২
অনুন্নয়ন বাজেট	৩১.৭৫	৩১.০৫
উন্নয়ন বাজেট	৬.৬৮	২.৭৭
জাতীয় বাজেট	৪০০৩	৩১৭২
জিডিপি	২২২৩৬	১৯৫৬১
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.০০	১৬.২১
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.২৪	০.২৪
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	১.৩২	১.৫০
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.১৭	০.১৭
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৯৬	১.০৭
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (বিভাগের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	৭২.৯১	৭১.১০

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

সংযোজনী-৩

৩. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ:

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ নামে একটি পৃথক বিভাগ চালু করেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার পরিধি ও গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য এ বিভাগ নানামূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের কার্যক্রমসমূহ নিম্নরুপঃ

- মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, নীতিমালা ও প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন;
- শিক্ষা খাতের বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
- ওপেন এডুকেশনাল রিসোর্স তৈরির জন্য বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন;
- মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিনামূল্যে বিতরণ:
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিবন্ধন ও নিয়োগ;
- মেধাবৃত্তিসহ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড সংযোগ, মাল্টিমিডিয়া বই, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে আইসিটি ব্যবহার এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আইসিটির বাস্তব প্রয়োগ সম্প্রসারণ;
- শিক্ষানীতির বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তবায়ন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বাজেট বরাদ্দের সাম্প্রতিক সময়ের হালচিত্র নিচের সারণিতে দেখানো হলঃ

সারণি-৮: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪
অনুন্নয়ন ব্যয়	১৬৯.৮৩	১৬৩.৩৬	-	-	-
উন্নয়ন ব্যয়	৬১.৬৫	৫৩.৭৩	-	-	-

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪
বিভাগের মোট বাজেট	২৩১.৪৮	২১৭.০৯	-	-	-
বিভাগের বাজেট	৫.৭৮	৬.৮৪	-	-	-
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১.০৪	১.১১	-	-	-

সূত্রঃ বাজেট ডকুমেন্টস, অর্থ বিভাগ

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বাজেট ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, একই সময়ে সরকারের মোট বাজেটের শতকরা হারে এবং জিডিপি'র শতকরা হারে এ বিভাগের বাজেট সামান্য হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ বিভাগের বাজেট ছিল জিডিপি'র ১.১১ শতাংশ, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১.০৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০	জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০-এ মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ • শিক্ষার্থীদের অন্তির্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা; • কর্মজগতে অংশগ্রহণের জন্য একটি পর্যায়ের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা; • বিভিন্ন রকমের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, নৃ-তাত্ত্বিক ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো; জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগুলো নিম্নরূপ: • বিভিন্ন কারণে কম সুযোগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য অগ্রসর শিক্ষার্থীদের অনুরূপ সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূর করা; • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১:৩০ এ উন্নীত করা; • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্যপ্রযুক্তি, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের সুবিধা প্রদান করা • মাধ্যমিক শিক্ষার সব ধারাতেই জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক করা।

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাঃ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আছে, তা অর্জনের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ প্রয়োজন। এ পরিকল্পনায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন দক্ষ ও অধিকতর উৎপাদনশীল মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহঃ • মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নত করা • মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ানো এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সমতা আনয়ন **কৌশলসমূহঃ** • সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন • শিক্ষাদানের মান উন্নীতকরণ • যথাসম্ভব নিজস্ব ভাষায় শিক্ষাদান • শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যকার পার্থক্য কমিয়ে আনা • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির হার বাড়ানো • ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার কমানো • নারী শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান • শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য কমানো
মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রাধিকারসমূহ	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সরকারের গৃহিত বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ নিম্নবর্ণিত অগ্রাধিকারসমূহ চিহ্নিত করেছেঃ • গুণগত মানসম্পন্ন মাধ্যমিক শিক্ষায় সকলের সুযোগ বৃদ্ধি করা; • শিক্ষার সকল স্তরে সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা; • শিক্ষা ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক সক্ষমতা বাড়ানো; • মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি প্রদান • বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন।
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা	• ২০৩০ সালের মধ্যে সকল বালক-বালিকার সমতা-ভিত্তিক গুণগতমানসম্পন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করা; • ২০৩০ সালের মধ্যে সকল যুবক ও যুবমহিলাসহ প্রায় অধিকাংশ নারী-পুরুষকে সাক্ষরতার আওতায় আনা; • ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিক্ষার্থীকে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করা; • সকলের জন্য একটি নিরাপদ, অহিংস অর্ন্তভূক্তিমূলক এবং কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি লক্ষ্যে শিশু, প্রতিবন্ধি এবং লিঙ্গা সংবেদনশীল শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি করা; • ২০২০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে স্বল্প উন্নত দেশসমূহের জন্য শিক্ষা বৃত্তি পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা;

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
	• ২০৩০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগীতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শিক্ষকের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি করা;

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- সকল ছেলে মেয়ের জন্য বিনাখরচে ন্যায়সংগত ও মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন নিশ্চিত করা;
- সকল নারী ও পুরুষের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা;
- শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা, প্রতিবন্ধি ও ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠিসহ ঝুঁকিতে রয়েছে এমন জনগোষ্ঠির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা;
- শিশু, প্রতিবন্ধি ও জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন পরিবেশ সম্বলিত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন;
- যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা।

সারণি-৯: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল

কর্মকৃতি নির্দেশক	কর্মকৃতি নির্দেশক মান	
	২০১০	২০১৬
মাধ্যমিক পর্যায়ে (৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত) স্কুল ভর্তির হার (%)	৫৪.৫০	৭২.৯৫
মাধ্যমিক পর্যায়ে (৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত) ঝরে পড়ার হার (%)	৫৫.৩১	৩৮.৪৭
উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি) নারী-পুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাত	৫৪:৪৬	৫৩:৪৭

সূত্রঃ মন্ত্রণালয় বাজেট কাঠামো (এমবিএফ), অর্থ বিভাগ

কেস স্টাডি

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা, ২০১২ এর আওতায় সরকারিভাবে ৪র্থ বারের মতো সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ কর্মসূচি, ২০১৭ আয়োজন করা হয়। এ কর্মসূচিতে বরাবরের মত ভাষা ও সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত ও কম্পিউটার এবং বাংলাদেশ স্টাডিজ এ চারটি বিষয় নির্ধারিত ছিল। ষষ্ঠ-অষ্টম, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ—এ ৩টি গ্রুপে দেশের সরকারি-বেসরকারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বাছাই পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা মহানগরকে বিভাগের মর্যাদা দিয়ে পৃথক বাছাই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশের লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। দেশের ৮টি বিভাগ ও ঢাকা মহানগর

থেকে নির্বাচিত সেরা ১ জন করে মোট ৯ জন শিক্ষার্থী প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি গ্রুপের চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতায় দেশবরেণ্য ব্যক্তিবর্গের সক্রিয় অংশগ্রহণে ৪টি বিষয়ে সম্মানিত বিচারকমন্ডলীর ৪টি পৃথক প্যানেল শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভার মূল্যায়ন করেন। মূল্যায়নে দেখা যায় যে ১২ জন মেধাবীর মধ্যে ১০ জনই প্রান্তিক জনপদের শিক্ষার্থী। জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত ১২ জন 'সেরা প্রতিভা' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে প্রত্যেকে ১ লক্ষ টাকা ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করবেন। এছাড়াও নির্বাচিত ১২ জন 'সেরা প্রতিভা' প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বিদেশে শিক্ষা সফরে যাবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ কর্মসূচি সব অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের সমান অংশগ্রহণ ও সমঅগ্রযাত্রার এক উজ্জ্বল ও অনন্য দৃষ্টান্ত।

সারণি-১০: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
বিভাগের মোট বাজেট	২৩১.৪৮	২১৭.০৯
অনুন্নয়ন বাজেট	১৬৯.৮৩	১৬৩.৩৬
উন্নয়ন বাজেট	৬১.৬৫	৫৩.৭৩
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	১৫৪.৫৫	১৪৪.৬১
অনুন্নয়ন বাজেট	১১৭.০৪	১১৩.৬০
উন্নয়ন বাজেট	৩৭.৫১	৩১.০১
জাতীয় বাজেট	৪০০৩	৩১৭২
জিডিপি	২২২৩৬	১৯৫৬১
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.০০	১৬.২১
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১.০৪	১.১১
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৫.৭৮	৬.৮৪
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৭০	০.৭৪
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৩.৮৬	৪.৫৬
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (বিভাগের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	৬৬.৭৭	৬৬.৬১

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

সংযোজনী-৪

৪. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ:

বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নে প্রভূত অগ্রগতি অর্জন করেছে। এর মধ্যে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য Health, Nutrition and Population Sector Development Programme এর আওতায় অর্জিত হয়েছে। এখাতে উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়নের সকল কাজ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সম্প্রতি দু'টি পৃথক বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে; যার অন্যতম হল স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ। শিশুর উন্নয়ন ও অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এ বিভাগের কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান;
- মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই), বিকল্প স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টির উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন;
- বিভিন্ন সংক্রামক ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের জন্য জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার সেবা সম্প্রসারণ;
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ, জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বাজেট বরাদ্দের সাম্প্রতিক সময়ের হালচিত্র নিচের সারণিতে দেখানো হলঃ

সারণি-১১: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪
অনুন্নয়ন ব্যয়	২৮.০৬	-	-	-	-
উন্নয়ন ব্যয়	১৬.৭০	-	-	-	-
বিভাগের মোট বাজেট	৪৪.৭৬	-	-	-	-
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	১.১২	-	-	-	-
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.২০	-	-	-	-

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এ বিভাগে ৪৪.৭৬ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা জাতীয় বাজেটের ১.১২ শতাংশ জিডিপি'র ০.২০ শতাংশ।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহ

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ ২০১১ সালে প্রণীত জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির মূল উদ্দেশ্য হল সবার জন্য মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এ নীতিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সকল নাগরিকের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব।	স্বাস্থ্য নীতিতে শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত যে সকল লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো নিম্নরূপঃ • পুষ্টিহীনতার মাত্রা কমানো, বিশেষ করে শিশু ও মাতৃত্বকালীন পুষ্টিহীনতা কমানো; • শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো। • শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায়ে নিরাপদ শিশু প্রসবের অবকাঠামো স্থাপন। • প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা সম্প্রসারণ। • মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সম্প্রসারণ। • প্রয়োজনীয় মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছানো। • সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সেবা পৌঁছানো।
জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ ২০১৫ সালে প্রণীত জাতীয় পুষ্টি নীতির মূল উদ্দেশ্য হল জনগণের উন্নততর পুষ্টি, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগণের পুষ্টির উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা	জাতীয় পুষ্টি নীতির শিশু সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ • সকলের পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন, বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী ও ল্যাকটেটিং মায়েদের পুষ্টির উন্নয়ন • সবার জন্য বিভিন্ন ধরনের পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসকে উৎসাহিত করা • পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্যক্রম গ্রহণ • পুষ্টি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন সংস্থার কাজের সমন্বয় সাধন
স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা সেক্টরের কৌশলগত বিনিয়োগ (HNPSIP) পরিকল্পনা ২০১৭-২২ এ পরিকল্পনাটির আওতায় চতুর্থ পাঁচ	HNPSIP-এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ • সকল নাগরিকের জন্য সমতার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের ব্যবস্থা করা এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার পথে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
বছর মেয়াদি স্বাস্থ্য খাত প্রোগ্রাম গৃহীত হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য হল বর্তমানে যেসকল নাগরিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তিতে পিছিয়ে আছে তাদেরকে সেবার আওতায় নিয়ে আসা। বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সেবার আওতায় নিয়ে আসা এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। এর আওতায় স্বাস্থ্য খাতে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। পরিকল্পনাটি জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ	• স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সকল নাগরিকের নিকট পৌঁছে দেয়া • স্বাস্থ্য খাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে আরো তথ্যভিত্তিক করা • স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা ও এ বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা।
জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)	জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত SDGs Mapping মোতাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১২ টি Target-এর মোট ২২টি Indicator (এসডিজি-৩ এর ২০টি ও এসডিজি-২ এর ২টি Indicators) বাস্তবায়নে Lead Ministry এবং এসডিজি-৪ এর ১ টি Target-এর ১টি Indicators বাস্তবায়নে Co-Lead Ministry হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত। এর মধ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে সার্বজনিন প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সংক্রান্ত ৩.৭ নং টার্গেটের ২টি Indicators স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ সংশ্লিষ্ট।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- মা ও শিশুদের জন্য উন্নততর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;
- পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন;
- সবার জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ;
- বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন।

সারণি-১২: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল

কর্মকৃতি নির্দেশক	কর্মকৃতি নির্দেশক মান	
	২০১০	২০১৫
শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে, ৫ বছরের নিচে)	৬০	৪৯
মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	২.৯	১.৫
মোট প্রজনন হার (হাজারে)	২.৬	২.১
ইপিআই কার্যক্রমের কভারেজ (লক্ষ্যমাত্রার শতকরা হারে)	৮৪	৮৫

সূত্রঃ মন্ত্রণালয় বাজেট কাঠামো (এমবিএফ), অর্থ বিভাগ

কেস স্টাডি

মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র

মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ধাত্রী গুরুত্বরপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও এ হার আরও হ্রাসকরণে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বাড়ানোর বিকল্প নেই। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার শতকরা ২০ ভাগেরও কম। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ব্যতিত সুষ্ঠু মেডিকেল তত্ত্বাবধানে প্রসব সম্ভব হয় না। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের অভাবে প্রতিবছর অনেক নারী মৃত্যুবরন করেন এবং ৫-৭ লক্ষ নারী প্রসবোত্তর বিভিন্ন জটিলতায় ভুগে থাকেন। অনেক শিশুও প্রসবকালীন জটিলতায় প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। এ অবস্থা নিরসনে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমুহে অপারেশন ব্যতিত স্বাভাবিক প্রসবের সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১১২৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ২০০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে স্বাভাবিক প্রসব পরিচালিত হচ্ছে। এ সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের ক্ষেত্রে বিপদসমূহ আগেই সনাক্ত করা সম্ভব হয় এবং যথাযথ রেফারেলের মাধ্যমে প্রসূতির যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এ সংক্রান্ত একটি কেস স্টাডি নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

রংপুর জেলার বকুলতলা গ্রামের বাসিন্দা জনাব মোঃ আরিফ মিয়ার স্ত্রী মিসেস আলতা বানু। তাঁর দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের পূর্বে প্রসবের নিমিত্ত তিনি একই জেলার নাটারাম ভাঙ্গীর পাড়া গ্রামে পিত্রালয়ে যান, যা রংপুর জেলা সদর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সন্তান প্রসব বেদনা শুরু হলে স্থানীয় ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কর্মরত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার শরনাপন্ন হন। পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রসূতিকে চেক-আপ এর মাধ্যমে জটিলতা অনুভব করে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, রংপুর নেয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। আলতা বানুর পিতার অবস্থা অস্বচ্ছল বিধায় গ্রাম থেকে রংপুর শহরে তাঁর সন্তান সম্ভবা মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকেন এবং বাড়িতেই স্থানীয় ধাত্রী দিয়ে প্রসব করানোর চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। এমনি অবস্থায় আরিফ মিয়া এক আত্নীয়ের মাধ্যমে জানতে পারেন যে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের সরকারী এ্যাম্বুলেন্স বিনা ভাড়ায় পাওয়া যায়। এ খবর জানার পর রংপুর মা

ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার (ক্লিনিক) ডাঃ মুহতারিমা বেগমকে তাঁর মোবাইল ফোনে এ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর অনুরোধ জানালে তিনি তাৎক্ষনিক ভাবে এ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে মিসেস আলতা বানুকে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, রংপুরে নিয়ে এসে ০৪ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ ভর্তি করান এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিয়ে পর্যবেক্ষনে রাখেন। চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় ০৭ ডিসেম্বর ১৬ খ্রিঃ তারিখে রাত ২.০০ টায় স্বাভাবিক প্রসবের মাধমে একটি সুস্থ সবল পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, যার নাম রাখা হয়েছে আপন। বর্তমানে মা ও সন্তান সম্পূর্ন সুস্থ ও সবল আছে। বিনামূল্যে এ্যাম্বুলেন্সসহ চিকিৎসা সেবা পাওয়ায় আত্নীয় স্বজনসহ এলাকার সবাই খুশি।

সারণি-১৩: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
বিভাগের মোট বাজেট	৪৪.৭৬	-
অনুন্নয়ন বাজেট	২৮.০৬	-
উন্নয়ন বাজেট	১৬.৭০	-
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	১৭.৪৮	-
অনুন্নয়ন বাজেট	১০.৯৪	-
উন্নয়ন বাজেট	৬.৫৪	-
জাতীয় বাজেট	৪০০৩	-
জিডিপি	২২২৩৬	-
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.০০	-
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.২০	-
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	১.১২	-
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০৮	-
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৪৪	-
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (বিভাগের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	৩৯.০৫	-

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

সংযোজনী-৫

৫. স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ:

সকলের জন্য সাশ্রয়ি ও গুণগত মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সম্প্রতি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিনে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা খাতের ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সুস্থ্য সবল মানব সম্পদ সৃষ্টি করাই হলো এ বিভাগের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। শিশুর উন্নয়ন ও অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এ মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি নিম্নরুপঃ

- স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- নার্সিং সেবা ব্যবস্থাপণা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান ও এর পরিধি সম্প্রসারণ;
- বিভিন্ন সংক্রামক ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের জন্য জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার সেবা সম্প্রসারণ;
- গুণগত মানসম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন, বিতরণ নিশ্চিতকরণ এবং ঔষধ আমদানি ও রপ্তানির মান নিয়ন্ত্রণ;
- স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষন;
- মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই), বিকল্প স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টির উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন;

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের বাজেট বরাদ্দের সাম্প্রতিক সময়ের হালচিত্র নিচের সারণিতে দেখানো হলঃ

সারণি-১৪: স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪
অনুন্নয়ন ব্যয়	৮৩.৬২	-	-	-	-
উন্নয়ন ব্যয়	৭৮.৪২	-	-	-	-
বিভাগের মোট বাজেট	১৬২.০৪	-	-	-	-
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৪.০৫	-	-	-	-
বিভাগের বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হারে)	০.৭৩	-	-	-	-

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এ বিভাগে ৮৩.৬২ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা জাতীয় বাজেটের ৪.০৫ শতাংশ ও জিডিপি'র অনুপাতে তা ০.৭৩ শতাংশ।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহ

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ ২০১১ সালে প্রণীত জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির মূল উদ্দেশ্য হল সবার জন্য মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এ নীতিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সকল নাগরিকের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব।	স্বাস্থ্য নীতিতে শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত যে সকল লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো নিম্নরূপঃ • পুষ্টিহীনতার মাত্রা কমানো, বিশেষ করে শিশু ও মাতৃত্বকালীন পুষ্টিহীনতা কমানো; • শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো। • শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায়ে নিরাপদ শিশু প্রসবের অবকাঠামো স্থাপন। • প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা সম্প্রসারণ। • মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সম্প্রসারণ। • প্রয়োজনীয় মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছানো। • সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সেবা পৌঁছানো।
জাতীয় পুষ্টি নীতি, ২০১৫ ২০১৫ সালে প্রণীত জাতীয় পুষ্টি নীতির মূল উদ্দেশ্য হল জনগণের উন্নততর পুষ্টি, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগণের পুষ্টির উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা	জাতীয় পুষ্টি নীতির শিশু সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ • সকলের পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন, বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী ও ল্যাকটেটিং মায়েদের পুষ্টির উন্নয়ন • সবার জন্য বিভিন্ন ধরনের পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসকে উৎসাহিত করা • পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্যক্রম গ্রহণ • পুষ্টি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন সংস্থার কাজের সমন্বয় সাধন
স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা সেক্টরের কৌশলগত বিনিয়োগ (HNPSIP) পরিকল্পনা ২০১৭-২২ এ পরিকল্পনাটির আওতায় চতুর্থ পাঁচ বছর মেয়াদি স্বাস্থ্য খাত প্রোগ্রাম গৃহীত হচ্ছে। এর মূল	HNPSIP-এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ • সকল নাগরিকের জন্য সমতার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের ব্যবস্থা করা এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার পথে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া • স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সকল নাগরিকের নিকট পৌঁছে দেয়া

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
উদ্দেশ্য হল বর্তমানে যেসকল নাগরিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তিতে পিছিয়ে আছে বিশেষ করে শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সেবার আওতায় নিয়ে আসা। এর আওতায় স্বাস্থ্য খাতে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। পরিকল্পনাটি জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ	• স্বাস্থ্য খাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে আরো তথ্যভিত্তিক করা • স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা ও এ বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা।
জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)	জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Mapping মোতাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১২ টি Target-এর মোট ২২টি Indicator (এসডিজি-৩ এর ২০টি ও এসডিজি-২ এর ২টি Indicators) বাস্তবায়নে Lead Ministry এবং এসডিজি-৪ এর ১ টি Target-এর ১টি Indicators বাস্তবায়নে Co-Lead Ministry হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত। এর মধ্যে ২০টি Indicators স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ সংশ্লিষ্ট। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য Indicators বাস্তবায়নে এ বিভাগ কো-লীড ও সহোযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- মা ও শিশুদের জন্য উন্নততর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;
- সবার জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ;
- বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন।

সারণি-১৫: স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল

কর্মকৃতি নির্দেশক	কর্মকৃতি নির্দেশক মান	
	২০১০	২০১৫
শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে, ৫ বছরের নিচে)	৬০	৪৯
মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	২.৯	১.৭৬
মোট প্রজনন হার (হাজারে)	২.৬	২.৩
ইপিআই কার্যক্রমের কভারেজ (লক্ষ্যমাত্রার শতকরা হারে)	৮৪	৮৫

সূত্রঃ মন্ত্রণালয় বাজেট কাঠামো (এমবিএফ), অর্থ বিভাগ

কেস স্টাডি

নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্য রক্ষায় স্পেশাল কেয়ার নিউবর্ন ইউনিট (স্ক্যানু)

বাংলাদেশ ৫ বছরের নিম্নে শিশু মৃত্যুহ্রাসে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। এতদসত্বেও, নবজাতকের মৃত্যুহার ৫ বছরের নিম্নে মোট শিশু মৃত্যুর ৬০ ভাগ। বাংলাদেশ জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য জরিপ (২০১১) অনুযায়ী নবজাতকের মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৩২ জন এবং অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ গর্ভকালীন শ্বাসরোধ (২১%), পচন বা সেপসিস (২৪%) এবং অপরিপক্ক/কম ওজনে জন্মগ্রহণকারী নবজাতক (১১%), যার অধিকাংশ প্রতিরোধযোগ্য। বিভিন্ন গবেষণা থেকে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে উচ্চমানের শিশু যন্ত্র এ ধরনের মৃত্যু এড়াতে সহায়তা করে। জেলা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে চালুকৃত স্পেশাল কেয়ার নিউবর্ন ইউনিট (Special Care Newborn Unit) -স্ক্যানু গুরুতর অসুস্থ নবজাতকের চিকিৎসায় একটি কার্যকর মডেল।

স্পেশাল কেয়ার নিউবর্ন ইউনিট কি এবং কিভাবে কাজ করে:

স্ক্যানু সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারী লেভেল হাসপাতালে অসুস্থ নবজাতকদের লেভেল ২ ও ৩ মানের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে। লেভেল ২ সেবা হচ্ছে অসুস্থ নবজাতকের জন্য ভেন্টিলেটর সেবা ব্যতিরেকে সকল জরুরি ও আবশ্যিক সেবা। লেভেল ৩ সেবা হচ্ছে অসুস্থ নবজাতকের জন্য ভেন্টিলেটর সেবাসহ সকল জরুরি ও আবশ্যিক সেবা। স্ক্যানুর মাধ্যমে নিম্নলিখিত সেবাসমূহ দেওয়া হয়:

- শ্বাসরোধে আক্রান্ত নবজাতকদের রিসাসিটেশন সেবাসহ অন্যান্য জন্মকালীন সেবা;
- অপরিণত এবং কম ওজনে জন্মগ্রহণকারী অসুস্থ নবজাতকের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা;
- উচ্চমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ নবজাতকের ফলোআপ; এবং
- রেফারেল সেবা প্রদান।

মা ও শিশু হাসপাতাল, মাতুয়াইল, ঢাকার স্ক্যানু সেবা:

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাতুয়াইল মা ও শিশু হাসপাতালে একটি ৫০ বেডের স্ক্যানু উদ্বোধন করেন। এরপর থেকে উক্ত হাসপাতালে মাসিক ভর্তি সংখ্যা প্রায় ৩ গুন বৃদ্ধি পায়। মার্চ – সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত রোগী ছিল ৫৯৪ জন মার্চ - সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সময়ে তা ১৪৮৫-এ উন্নীত হয়। একই সময়ে শিশু মৃত্যু হার ১৪.৭% হতে ৮.৫%-এ নেমে আসে। সময়ের পূর্বে জন্মগ্রহণকারী শিশু বা, কম ওজনে জন্মগ্রহণকারী শিশুর চিকিৎসা গ্রহণের জন্য ভর্তি সংখ্যা ৮৪ হতে ৪৬০-এ বৃদ্ধি পায় এবং একই সময় নবজাতকের সেপসিস এ আক্রান্ত সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে ৩৩% হতে ২৩.৭%-এ নেমে আসে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

এখন পর্যন্ত দেশের ৩৮ টি জেলায় ৪২টি স্ক্যানু স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান ২০১৭ সালের পঞ্জিকা বছরে আরো ১৩ টি নতুন স্ক্যানু বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালে স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া স্ক্যানু সেবা পর্যায়ক্রমে সকল জেলায় সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সারণি-১৬: স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
বিভাগের মোট বাজেট	১৬২.০৪	-
অনুন্নয়ন বাজেট	৮৩.৬২	-
উন্নয়ন বাজেট	৭৮.৪২	-
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	৬৩.০২	-
অনুন্নয়ন বাজেট	২৬.৫১	-
উন্নয়ন বাজেট	৩৬.৫১	-
জাতীয় বাজেট	৪০০৩	-
জিডিপি	২২২৩৬	-
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.০০	-
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৭৩	-
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৪.০৫	-
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.২৮	-
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	১.৫৭	-
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (বিভাগের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	৩৮.৮৯	-

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

সংযোজনী-৬

৬. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়:

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অত্যতম প্রধান কাজ হল শিশু অধিকার বাস্তবায়ন এবং শিশুর সুরক্ষা ও উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। পাশাপাশি, এ সংক্রান্তে সরকারের নীতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজের সমন্বয়ের দায়িত্বও এ মন্ত্রণালয় পালন করে থাকে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের সাম্প্রতিক সময়ের হালচিত্র নিচের সারণিতে দেখানো হলঃ

সারণি-১৭: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪
অনুন্নয়ন ব্যয়	২৩.১৮	১৯.৮৩	১৬.২৫	১৪.০৬	১১.৭৪
উন্নয়ন ব্যয়	২.৫৮	১.৬৮	১.৩৬	১.২৭	২.৫১
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	২৫.৭৬	২১.৫১	১৭.৬১	১৫.৩৩	১৪.২৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৬৪	০.৬৩	০.৬৭	০.৬৪	০.৬৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.১২	০.১১	০.১০	০.১১	০.১২

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত পাঁচ বছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, সম্প্রতি জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট জিডিপি'র শতকরা হারে অপরিবর্তিত রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট দাঁড়াবে জিডিপি'র ০.১২ শতাংশ ও সরকারের মোট বাজেটের ০.৬৪ শতাংশ, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ০.১২ শতাংশ ও ০.৬৬ শতাংশ।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
শিশু আইন, ২০১৩	• জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন-এ অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এ কনভেনশন-এর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শিশু আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়েছে। এ আইনে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদেরকে

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
	সুরক্ষা প্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে
জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১ ২০১১ সালে সরকার জাতীয় শিশু নীতি গ্রহণ করেছে। এ নীতির মূল উদ্দেশ্য হল সংবিধানের আলোকে শিশু অধিকার নিশ্চিত করা। এতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং জাতীয় বাজেটে শিশুদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।	জাতীয় শিশু নীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরূপ: • সকল শিশুর জন্য বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, সামাজিক, আঞ্চলিক ও জাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপত্তা, বিনোদন ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিশুদের সর্বোচ্চ উন্নয়ন • কন্যা শিশু, প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ • শিশুদেরকে সৎ, দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ • ভবিষ্যতে বিশ্ব চাহিদার সাথে তাল মেলানোর জন্য শিশুদেরকে একটি বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তোলা • শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জীবনে প্রভাব পড়ে এমন যে কোন সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা • শিশু অধিকার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন
শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশে সমন্বিত নীতি, ২০১৩	শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশে সমন্বিত নীতি, ২০১৩-এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরূপঃ • গর্ভাবস্থায় মায়েদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সহায়তা প্রদান করা, সুস্থ ও সবল শিশুর নিরাপদ প্রসবের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা এবং মা ও নবজাতককে ঝুঁকিমুক্ত রাখা • স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেবা প্রদানের মাধ্যমে শিশুর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা • প্রারম্ভিক শৈশব হতে সকল শিশুর জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা • সকল শিশুর জন্য আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা • বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের উপযুক্ত যত্ন ও সুযোগ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা • এতিম, অনগ্রসর ও গৃহহীন শিশুদের মৌলিক চাহিদা, বিশেষ করে খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা • বৈষম্য থেকে সব শিশুকে সুরক্ষা প্রদান • ঝরে পড়া শিশুদেরকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা।

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র (NSSS)	২০১৫ সালে সরকার জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র প্রণয়ন করে যার মূল উদ্দেশ্য হল দারিদ্র ও ঝুঁকির মুখে থাকা জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। এ কৌশলপত্রে শিশুর উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সন্নিবেশ করা হয়েছেঃ • পরিত্যক্ত শিশুদের সেবা প্রদানের জন্য ভাতার প্রচলন • সব ধরনের কর্মস্থলে শিশুযত্ন কেন্দ্র স্থাপন • স্কুল টিফিন ব্যবস্থা প্রচলন ও এতিম শিশুদের জন্য সেবা কেন্দ্র চালু করা • দরিদ্র পরিবারের ৪ বছরের নিচে শিশুদের জন্য ভাতা প্রচলন • ১৮ বছরের নিচে সকল প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রতিবন্ধী শিশু ভাতা প্রচলন করা
৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম ভিশন হল শিশুর উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার মত অত্যাবশ্যকীয় সেবার সুযোগ সকল শিশুর সম্প্রসারণ করা	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিশু সংশ্লিষ্ট যেসকল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো হলঃ • সরকারি নীতিসমূহের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুদের অধিকার সুরক্ষা ও তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা • স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা • সকল শিশুর জন্য প্রারম্ভিক যত্ন ও শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা • সকল শিশুর জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা • শিশুর সেবা প্রদানকারী ও মাতা-পিতাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা প্রদান মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাজেট ও পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত শিশু সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলো অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেঃ • ঝুঁকির মুখে থাকা শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ও সামাজিক ন্যয়বিচার প্রতিষ্ঠা • শিশুদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীকে বদলে দেয়ার লক্ষ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ “টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals-SDGs) গৃহিত হয়।	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এর একটি গুরুত্ব দিক হল জেন্ডার সমতা। এখানে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা বিপরীতে ১৬৯ টি টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে বেশ কয়েকটিতে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট টার্গেট থাকলেও লক্ষ্য- ৫ এর বিপরীতে জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও কন্যা শিশুদের ক্ষমতায়নে বিশেষভাবে টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। এ টার্গেটসমূহের অন্যতম হলঃ • সকল ক্ষেত্রে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য নিরসন

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
	• সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে পাচার,যৌন নিপীড়ন এবং সকল ধরনের শোষনসহ নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা দূরীকরণ • সব ধরনের ক্ষতিকর চর্চা যেমন বাল্যবিবাহ, বয়সের পূর্বে বিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারীর প্রজনন অংগহানির মত ক্ষতিকর প্রথাগুলোর রহিতকরণ • জেন্ডার সমতা সম্প্রসারণে সর্বস্তরের নারী ও কন্যা শিশুর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু নীতি ও প্রয়োগযোগ্য আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে নারীদের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা;
- নারী ও শিশুর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা;
- নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন;
- শিশুদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

সারণি-১৮: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল

কর্মকৃতি নির্দেশক	কর্মকৃতি নির্দেশক মান	
	২০১০	২০১৬
৮৭.৭১ লক্ষ উপরকাভোগীকে ভিজিডি কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের শতকরা হার	৯.৪৬	৪৪.৪৬
২৪.২০ লক্ষ কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মায়েদের ভাতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের শতকরা হার	০	১০.৮৮
৬০.৮০ লক্ষ মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের শতকরা হার	১.৩২	৯.৬২

সূত্রঃ মন্ত্রণালয় বাজেট কাঠামো (এমবিএফ), অর্থ বিভাগ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উত্তম চর্চা

শিশু বিকাশ কার্যক্রম

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী ২ বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমকি শিক্ষা কার্যক্রম চালুর বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫+ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ১ বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ২০১৪ সাল থেকে চালু করেছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ৬৪টি জেলা ও ৬টি উপজেলায় ৪+ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ৭০টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র

পরিচালনা করছে। এছাড়া বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য ৫১৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে।

কার্যক্রমের মুল উদ্দেশ্য:

- আনন্দময় ও শিশুবান্ধব ঘরোয়া পরিবেশে ৪-৫ বছর বয়সী শিশুদের সার্বিক বিকাশে সহায়তা করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- শৈশব থেকেই শিশুদের আত্মবিশ্বাসী ও দক্ষতাসম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠতে সহায়তা করা;
- প্রতিটি শিশুর নিজস্ব শেখার কৌশলকে উৎসাহিত করা;
- শেখার প্রতি শিশুদের ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা;
- অভিভাবক এবং শিশু যত্নকারীদের শিশু বিকাশ সম্পর্কিত বর্তমান জ্ঞান, দক্ষতা এবং আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
- শিশু বিকাশের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়-এ সংক্রান্ত একটি মডেল উপস্থাপন করা।

কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য:

- প্রতিটি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে সুবিধা বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা ৩০ জন। তাদের বয়স ৪-৫ বছরের মধ্যে;
- একজন শিক্ষক একটি কেন্দ্র পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত;
- প্রতিদিন দু'ঘন্টা করে সপ্তাহে ৬দিন শিশু বিকাশ কেন্দ্রে ক্লাস চলে;
- ৪-৫ বছর বয়সী একটি শিশু সর্বোচ্চ এক বছর এই কার্যক্রমের আওতায় থাকতে পারে;
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রসমুহের শিশুদের ইউনিফর্ম, জুতা ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করাসহ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে;
- প্লে-কর্ণার, অন্যান্য খেলাধুলা এবং বিনোদনের মাধ্যমে আনন্দদায়ক পরিবেশে শিশুদের শিক্ষা প্রদান করা হয়;
- শিশুদের অভিভাবকদের নিয়ে মাসিক সভার ব্যবস্থা করা হয়;

বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্র ও শিশুদের বিকাশগত যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রেখে একটি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরনের কাজ করা হয়ে থাকে। এ কাজগুলোর মধ্যে যেমন রয়েছে শিশুদের বুদ্ধি ও ভাষা বিকাশ সম্পর্কিত কাজ তেমনি রয়েছে শরীরের স্থুল ও সূক্ষ্মপেশীর দক্ষতা বিকাশ সম্পর্কিত কাজ। তাছাড়া শিশুরা যাতে সামাজিকভাবে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠে তাও কেন্দ্রের কাজ নির্বাচনে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। যে ধরনের কাজগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলো হলো-ইচ্ছেমত খেলা, ছড়া, গান, বাইরে খেলা, গোল বানিয়ে খেলা, গল্প বলা, চারু ও কারু এবং ছোট ছোট সমস্যা সমাধানমূলক দলীয় কাজ ইত্যাদি।

সারণি-১৯: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	২৫.৭৬	২১.৭৩
অনুন্নয়ন বাজেট	২৩.১৮	২০.১৬
উন্নয়ন বাজেট	২.৫৮	১.৫৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	৯.২৪	৮.৩১
অনুন্নয়ন বাজেট	৮.৬৩	৭.৪৯
উন্নয়ন বাজেট	০.৬১	০.৮২
জাতীয় বাজেট	৪০০৩	৩১৭২
জিডিপি	২২২৩৬	১৯৫৬১
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.০০	১৬.২১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.১২	০.১১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৬৪	০.৬৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০৪	০.০৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.২৩	০.২৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	৩৫.৮৭	৩৮.২৪

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

সংযোজনী-৭

৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হল সকলের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা। পাশাপাশি এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সরকারের নীতি ও কৌশলগুলো সকল সরকারি, বেসরকারি ও সাহায্য সংস্থার কৌশল ও কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত করার দায়িত্ব পালন করে থাকে। মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী ও সমাজের অনগ্রসর গোষ্ঠীর ব্যক্তিগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উদ্যোগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন।

সারণি-২০: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪
অনুন্নয়ন ব্যয়	৫৮.৬৭	৫৪.০৮	৫১.৩৬	৪৭.৪০	৪৬.৫
উন্নয়ন ব্যয়	২৯.৮৬	২৫.৯৮	২৬.৩৫	২১.১৭	১৭.১০
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	৮৮.৫৩	৮০.০৬	৭৭.৭১	৬৮.৫৭	৬৩.৬০
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	২.২১	২.৩৫	২.৯৪	২.৮৬	২.৯৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৪০	০.৪১	০.৪৫	০.৫১	০.৫৪

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত পাঁচ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট দাঁড়াবে জিডিপি'র ০.৪০ শতাংশ, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ০.৪১ শতাংশ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

নীতি/কৌশল	বিবরণ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, দুর্যোগকালীন সময়ে দ্রুত সাড়া দান, আপদকালীন সময়ে জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদান এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এ আইনের ২৭ ধারায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ শিশুদের অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে।

নীতি/কৌশল	বিবরণ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য কার্যকর উদ্যেগের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি দুর্যোগকালীন সময়ে ব্যবহারের জন্য পৃথক তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র (NSSS)	২০১৫ সালে সরকার জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র প্রণয়ন করে যার মূল উদ্দেশ্য হল দারিদ্র ও ঝুঁকির মুখে থাকা জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। কৌশলপত্রটি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ। এ কৌশলপত্রের দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য হল সকল নাগরিকের জন্য একটি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে সকলের জন্য একটি ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করা যায় এবং সংকটকালীন সময়ে যাতে কেউ দারিদ্রসীমার নিচে রয়ে না যায় তা নিশ্চিত করা। এটি জীবন চক্রের সকল অবস্থার ঝুঁকি নিরসনে কাজ করবে; গর্ভকালীন সময় হতে শিশুকাল হয়ে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত। এ কৌশলপত্রের আওতায় আগামী পাঁচ বছরে উদ্দেশ্য হল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলোকে আরো জোরদার করা যাতে, চরম দরিদ্র ও ঝুঁকির মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীকে আরো কার্যকরভাবে সুরক্ষা দেয়া যায়।
৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপ্রত (NSSS) বাস্তবায়নের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্ষুধা, চরম দারিদ্র ও সামাজিক ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট যে সকল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে, তা নিম্নরুপঃ • খাদ্য বিতরণ ও খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম আরো সমন্বিত ও সুসংহত করা; • সামাজিক নিরাপত্তা খাতের ব্যয় জিডিপি'র ২.৩ শতাংশে উন্নীত করা; • দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ পরবর্তী পূণর্বাসনে চরম ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী, যেমন: মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার প্রদান।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং এর সক্ষমতা বাড়ানো;
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও আধুনিকায়ন;
- দুর্যোগকালীন সময়ে ঝুঁকির মুখে থাকা জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘব।

সারণি-২১: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল

কর্মকৃতি নির্দেশক	কর্মকৃতি নির্দেশক মান	
	২০১০	২০১৬
সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর কভারেজ (লক্ষ জন মাস)	১৯.৭৩	২৪.৫০
ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের ধারণক্ষমতা (লক্ষ জন)	০.৩০	১.১০

সূত্রঃ মন্ত্রণালয় বাজেট কাঠামো (এমবিএফ), অর্থ বিভাগ

সারণি-২২: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	৮৮.৫৩	৮৯.৪৭
অনুন্নয়ন বাজেট	৫৮.৬৭	৫৪.৮০
উন্নয়ন বাজেট	২৯.৮৬	৩৪.৬৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	২৪.৭১	২৫.৮৮
অনুন্নয়ন বাজেট	১৬.৩১	১৫.৪৭
উন্নয়ন বাজেট	৮.৪০	১০.৪১
জাতীয় বাজেট	৪০০৩	৩১৭২
জিডিপি	২২২৩৬	১৯৫৬১
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.০০	১৬.২১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৪০	০.৪৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	২.২১	২.৮২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.১১	০.১৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৬২	০.৮২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	২৭.৯১	২৮.৯৩

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

সংযোজনী-৮

৮. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়:

সংবিধান অনুযায়ী, দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। সরকার এ দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর, যার ফলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ দারিদ্র্য, আয় বৈষম্য ও সরকারি সেবা প্রাপ্তির বৈষম্য কমাতে নানা ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সমাজের অনগ্রসর ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধিভূক্ত। এ মন্ত্রণালয় অবহেলিত শিশুদের, বিশেষ করে এতিম, দু:স্থ ও প্রতিবন্ধী শিশুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা প্রদানের কাজ করছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের সাম্প্রতিক সময়ের হালচিত্র নিচের সারণিতে দেখানো হলঃ

সারণি-২৩: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪
অনুন্নয়ন ব্যয়	৪৬.২৬	৪১.০৬	৩১.৩৯	২৬.৯২	২০.৩১
উন্নয়ন ব্যয়	২.০৮	১.৬৮	১.৭৭	১.০০	১.৩১
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	৪৮.৩৪	৪২.৭৪	৩৩.১৬	২৭.৯২	২১.৬২
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	১.২১	১.২৫	১.২৫	১.১৬	১.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হারে)	০.২২	০.২২	০.১৯	০.২১	০.১৮

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত পাঁচ বছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, এসময়ের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট জিডিপি’র শতকরা হারে প্রায় একই রয়ে গেছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

নীতি/কৌশল	বিবরণ
শিশু আইন, ২০১৩	জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নের জন্য ২০১৩ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হল প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ; জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠন; সকল থানায় শিশু সংশ্লিষ্ট ডেস্ক স্থাপন; শিশু আদালত প্রতিষ্ঠা; শিশুদের জন্য শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি। শিশুদের সুরক্ষায় পাশাপাশি এ আইনে সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকির মুখে থাকা শিশুদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সোবা কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

নীতি/কৌশল	বিবরণ
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩	রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে দায়িত্ব হতে ২০১৩ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা যেমন, বাক প্রতিবন্ধীতা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধীতা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতাসহ সকল শিশুর উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতিমালা ২০০৫	সরকার ২০০৫ সালে জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতিমালা প্রনয়ন করে, যার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হল সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকির মুখে থাকা পথশিশু, এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের সুরক্ষা প্রদান ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা। এ নীতিমালার আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে এসব অবহেলিত শিশুদের জীবনমান উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র (NSSS)	২০১৫ সালে সরকার জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র প্রণয়ন করে যার মূল উদ্দেশ্য হল দারিদ্র ও ঝুঁকির মুখে থাকা জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। কৌশলপত্রটি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ কৌশলপত্রের দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য হল সকল নাগরিকের জন্য একটি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে সকলের জন্য একটি ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করা যায় এবং সংকটকালীন সময়ে যাতে কেউ দারিদ্রসীমার নিচে রয়ে না যায়। এটি জীবন চক্রের সকল অবস্থার ঝুঁকি নিরসনে কাজ করবে; গর্ভকালীন সময় হতে শিশুকাল হয়ে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত। একৌশলপত্রের আওতায় আগামী পাঁচ বছরের উদ্দেশ্য হল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলোকে আরো জোরদার করা, যাতে চরম দারিদ্র ও ঝুঁকির মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীকে আরো কার্যকরভাবে সুরক্ষা দেয়া যায়।
৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল শিশুর উন্নয়ন ও শিশু অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে দেশের সকল শিশুর নিরাপত্তা বিধান, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, পুষ্টি ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা। একাজে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহকে চিহ্নিত করেছেঃ • অসহায় শিশুদের সরকারি ব্যবস্থাপনায় সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করা • প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপত্তা বিধান করা ও তাদের উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা • শিশুসহ সকলের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা।
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)	SDGs লক্ষ্যমাত্রাসমূহের মন্ত্রণালয়ভিত্তিক ম্যাপিং সম্পন্ন হয়েছে। অর্থ্যাৎ কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কোন কোন লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে লীড এবং এ্যাসোসিয়েট সেসকল লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা নিম্নরূপভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গোল ৫-এর লক্ষ্য ৫.৪-এ লিড মিনিস্ট্রি এবং গোল ৪-এর লক্ষ্য ৪.৫ এবং ৪এ-এর কো-লিড মিনিষ্ট্রি এছাড়াও এ মন্ত্রণালয় ২৪টি লক্ষ্য অর্জনে সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে। Data

নীতি/কৌশল	বিবরণ
	Gap Analysis সম্পন্ন হয়েছে, অর্থ্যাৎ কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কোন কোন বিষয়ে ডাটা প্রদান করবে তা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত ছক মোতাবেক বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের Action Plan প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- সমতাভিত্তিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;
- সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
- সামাজিক ন্যয়বিচার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা।

সারণি-২৪: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল

কর্মকৃতি নির্দেশক	কর্মকৃতি নির্দেশক মান	
	২০১০	২০১৬
বয়স্ক ভাতার কভারেজ (লক্ষ্যমাত্রার শতকরা হারে)	৭৫	৯৬.৫০
বিধবা ভাতার কভারেজ (লক্ষ্যমাত্রার শতকরা হারে)	৮২.৭৩	৪৩.৯৯
প্রতিবন্ধী ভাতার কভারেজ (লক্ষ্যমাত্রার শতকরা হারে)	২.৮৬	১১.২১

সূত্রঃ মন্ত্রণালয় বাজেট কাঠামো (এমবিএফ), অর্থ বিভাগ

কেস স্টাডি

চাইল্ড হেল্প লাইন-1098

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতর শিশু আইন ২০১৩ অনুসারে শিশু অধিকার ও শিশুর সামাজিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিসেফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় সারাদেশব্যাপী 'Child help line 1098' এর কার্যক্রম গত ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে। পরবর্তীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'Child help line 1098' এর দেশব্যাপী চালুর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। Toll free short code '1098' এর মাধ্যমে বাল্য বিবাহ, শিশুশ্রম, শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার ইত্যাদি শিশু অধিকার লংঘন সংক্রান্ত তথ্যাদি 'Child help line 1098' এর মাধ্যমে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে শিশুঅধিকার ও শিশুর সামাজিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সার্বক্ষণিক (২৪X৭) প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ঢাকার আগারগাঁওস্থ সমাজসেবা অধিদফতরের ৮ম তলায় Child help line এর Centralized Call Center (CCC) স্থাপন করা হয়েছে। সরকারি ও সাপ্তাহিক ছুটির দিনসহ ২৪ ঘণ্টা Call Center টির কার্যক্রম চালু থাকে। ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে

মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮ এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ প্রদান করা হয়েছে:

সেবাসমূহের ধরন	সেবা সংখ্যা
বাল্য বিবাহ বন্ধ	৭৪৪
বিদ্যালয় সম্পর্কিত	১,৪৪১
শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত	৮৩৬
আইনী সহায়তায় সহযোগিতা	৫,৩৯৩
কাউন্সিলিং	৯৬৭
বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রদান	৪৭,৪৪০
সর্বমোট প্রাপ্ত কল	৯১,৭২৫

সারণি-২৫: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	৪৮.৩৪	৪১.৪০
অনুন্নয়ন বাজেট	৪৬.২৬	৪০.০৫
উন্নয়ন বাজেট	২.০৮	১.৩৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	১০.৪২	৮.৫৭
অনুন্নয়ন বাজেট	৯.২৮	৭.৭০
উন্নয়ন বাজেট	১.১৪	০.৮৭
জাতীয় বাজেট	৪০০৩	৩১৭২
জিডিপি	২২২৩৬	১৯৫৬১
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.০০	১৬.২১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.২২	০.২১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	১.২১	১.৩১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০৫	০.০৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.২৬	০.২৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	২১.৫৬	২০.৭০

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

সংযোজনী-৯

৯. স্থানীয় সরকার বিভাগ:

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিস্কাশন ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। বিভিন্ন গবেষণায়, পানি বাহিত রোগ দেশের অন্যতম স্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ কারণে, স্থানীয় সরকার বিভাগ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিস্কাশন ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগের আওতায় জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের কাজও সম্পন্ন হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের বিগত পাঁচ বছরের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র নিম্নরুপঃ

সারণি-২৬: স্থানীয় সরকার বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪
অনুন্নয়ন ব্যয়	৩১.৫০	২৭.৭৮	২৪.৮৫	২১.৪০	১৯.১৭
উন্নয়ন ব্যয়	২১৫.২৫	১৮৫.৪৮	১৬৭.৩৬	১৪৮.৬১	১১৪.০৫
বিভাগের মোট বাজেট	২৪৬.৭৫	২১৩.২৬	১৯২.২১	১৭০.০১	১৩৩.২২
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৬.১৬	৬.২৬	৭.২৭	৭.০৯	৬.১৬
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১.১১	১.০৯	১.১২	১.২৭	১.১৩

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত পাঁচ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট দাঁড়াবে সরকারের মোট বাজেটের ৬.১৬ শতাংশ এবং জিডিপি'র ১.১১ শতাংশ।

স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহঃ

বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ, পয়ঃনিস্কাশন, স্যানিটেশন ও জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

নীতি/কৌশল	বিবরণ
জাতীয় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা, ১৯৯৮	এ নীতিমালায় সকলের জন্য সুলভ মূল্যে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নীতিমালায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় জনগণের

নীতি/কৌশল	বিবরণ
	মতামত গ্রহণ ও তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নীতিমালায় প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি করে পানি সরবরাহ পয়েন্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
জাতীয় আর্সেনিক দূরকরণ নীতিমালা, ২০০৪	আর্সেনিক দূষণের প্রাদুর্ভাব রয়েছে এমন এলাকাগুলোকে আর্সেনিক দূষণমুক্ত করতে স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০০৪ সালে জাতীয় আর্সেনিক দূরীকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করে। নীতিমালার মূল লক্ষ্য হল আর্সেনিক দূষণের প্রাদুর্ভাব সম্পন্ন সকল এলাকায় বিকল্প পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এতে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০১১-২০২৫	এ সেক্টর পরিকল্পনার মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সরকারের সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমন্বিত বাস্তবায়ন ও এর পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা আরো জোরদার করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ পরিকল্পনার আলোকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইনি কাঠামোর সংস্কার, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি, পরিবেশগত নিরাপত্তা ভারসাম্য রক্ষা ইত্যাদির উপর জোর দেয়া হয়েছে।
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪	জন্মের পর নাম, জাতীয়তা এবং মাতা-পিতা কর্তৃক যত্ন ও ভালবাসা পাওয়ার অধিকার সকল শিশুর রয়েছে। বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে শিশুর এসকল অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৮ অনুযায়ী শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে তার জন্ম নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা;
- গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন;
- নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

সারণি-২৭: স্থানীয় সরকার বিভাগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত উদ্দেশ্য, কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল

কর্মকৃতি নির্দেশক	কর্মকৃতি নির্দেশক মান	
	২০১০	২০১৬
নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ (মোট জনসংখ্যার %)		
গ্রামীণ এলাকায়	৮৭	৯০
শহর এলাকায়	৬০	১০০
আর্সেনিক ঝুঁকিপূর্ণ জনসংখ্যা (মোট জনসংখ্যার %)	৪	৩

কর্মকৃতি নির্দেশক	কর্মকৃতি নির্দেশক মান	
	২০১০	২০১৬
স্যানিটেশন কভারেজ (মোট জনসংখ্যার %)	৯০.৬	৯৯
অনলাইনে জন্ম নিবন্ধনের কাভারেজ (মোট জনসংখ্যার %)	২৫	৮৭
কর্মসংস্থান সৃষ্টি (লক্ষ জন দিবস)	১৪৮৬	১৫৩৯

সূত্রঃ মন্ত্রণালয় বাজেট কাঠামো (এমবিএফ), অর্থ বিভাগ

স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি উত্তম চর্চা

বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস

নিয়মিত সাবান দিয়ে দু'হাত ধোয়াকে অভ্যাস হিসেবে গড়ে তোলা ও হাত ধোয়ার বিষয়ে জনসচেতনতার সৃষ্টির লক্ষ্যে The Global Public-Private Partnership for Hand Washing with Soap (PPPHW)–এর উদ্যোগে ২০০৮ সনে সর্বপ্রথম ৭৩টি দেশের প্রায় ১২ কোটি শিশুর অংশগ্রহণে ১৫ অক্টোবর Global Hand Washing Day হিসেবে উদযাপিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে তাল মিলিয়ে ২০০৮ সাল হতে বাংলাদেশেও উদযাপন করা হচ্ছে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে ও ইউনিসেফ-এর সহযোগিতায় শিশুদের নিয়ে একযোগে হাত ধোয়ার মাধ্যমে ২০০৮ সালে এ দিবস উদযাপন করে বাংলাদেশের নাম গিনিস বুক অব রেকর্ডে স্থান পায়। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ২০০৯ সালে এ রেকর্ড ভেঙ্গে প্রায় ৫০,০০০ স্কুলের শিশুদের নিয়ে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উদযাপন করে পুনরায় রেকর্ড স্থাপন করে। সে বছর বিশ্বের প্রায় ৮৩টি দেশের ৬ লক্ষ স্কুলের ২০ কোটি শিশুদের নিয়ে এ দিবসটি উদযাপিত হয়। জাতিসংঘ পরবর্তীতে প্রতিবছরের ১৫ অক্টোবরকে Global Hand Washing Day ঘোষণা করে। বর্তমানে বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশে প্রায় ২০০ মিলিয়ন লোক এই দিনে একসাথে হাত ধোয়ায় অংশ নিয়ে থাকে।

এছাড়া, বাংলাদেশে ২০০৩ সাল হতে প্রতিবছর অক্টোবর মাস জাতীয় স্যানিটেশন মাস হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। ফলে জাতীয় স্যানিটেশন মাসের ১৫ অক্টোবর বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উদযাপনের গুরুত্ব বাংলাদেশে আরো অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। স্কুলের শিশুদের হাত ধোয়ার বিষয়ে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও এনজিও-দের অংশগ্রহণে প্রতি বছর দিবসটি উদযাপন করা হচ্ছে। দিবসটিতে র‍্যালি ও জমায়েত শেষে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্কুলের বাচ্চাদের এ বিষয়ে সচেতন করে তোলার কাজটি করা হচ্ছে। হাত ধোয়ার সুফল পেতে সঠিক সময়ে, যেমন, খাবার আগে ও টয়লেট থেকে আসার পর হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়তে হবে-এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা জরুরি; বিশেষত: শিশুদের মাঝে এ বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করা প্রয়োজন।

সারণি-২৮: স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
বিভাগের মোট বাজেট	২৪৬.৭৫	২২২.৫৪
অনুন্নয়ন বাজেট	৩১.৫০	২৮.৪৭
উন্নয়ন বাজেট	২১৫.২৫	১৯৪.০৭
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	১৬.৪৩	১৬.৮২
অনুন্নয়ন বাজেট	১.৪৩	১.৪৩
উন্নয়ন বাজেট	১৫.০০	১৫.৩৯
জাতীয় বাজেট	৪০০৩	৩১৭২
জিডিপি	২২২৩৬	১৯৫৬১
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.০০	১৬.২১
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১.১১	১.১৪
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৬.১৬	৭.০২
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০৭	০.০৯
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৪১	০.৫৩
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (বিভাগের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	৬.৬৬	৭.৫৬

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

সংযোজনী-১০

১০. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়:

দারিদ্র্য বিমোচনের মূল চালিকা শক্তি হলো কর্মসংস্থান। Labour Force Survey-2010 অনুযায়ী দেশে ২০১০ সালে ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির সংখ্যা ছিল ৫৬.৭ মিলিয়ন, তন্মধ্যে কর্মরত ৫৪.১ মিলিয়ন। অর্থাৎ বেকারত্বের হার ৪.৫%। প্রতিবছর নতুন শ্রমশক্তি শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে। বর্তমানে শ্রমশক্তি প্রায় ৭৭.০০ মিলিয়ন দাঁড়িয়েছে। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতির ভিত্তি রচনায় নতুন শ্রমশক্তি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং অদক্ষ শ্রমশক্তিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। তাছাড়া শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন এবং শান্তিপূর্ণ শ্রমসম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদিও অত্যন্ত জরুরি। নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৪ এবং রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষ জনশক্তি তৈরি, জীবন ধারণের ব্যয়, মূল্যস্ফীতি এবং প্রবৃদ্ধির হারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, ঝুকিঁপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শ্রমিক ও কর্মচারিদের কল্যাণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শ্রমিকদের কল্যাণে গৃহীত এ সকল পদক্ষেপ ও কার্যক্রম দেশে দক্ষ জনশক্তি সৃজন, বর্ধিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে।

মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি

- শ্রমিকদের শিক্ষা ও কল্যাণ সাধন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
- শ্রম প্রশাসন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, শিল্প ও শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;
- শ্রম আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ;
- শ্রম ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আই.এল.ও সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে কাজ করা ও চুক্তি সম্পাদন;
- দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ;
- শ্রম আইনের বিধান মোতাবেক কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ;
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নিশ্চিত করণসহ শিশু শ্রম নিরসন।

সারণি-২৯: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪
অনুন্নয়ন ব্যয়	০.৯৫	১.০৫	০.৮৮	০.৭২	০.৪৭
উন্নয়ন ব্যয়	১.৬৮	২.০৩	২.১৪	০.৭৬	১.৪০
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	২.৬৩	৩.০৮	৩.০২	১.৪৮	১.৮৭
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.০৭	০.০৯	০.১০	০.০৬	০.০৮
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০১	০.০২	০.০২	০.০১	০.০২

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত পাঁচ বছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বাজেট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট দাঁড়াবে সরকারের মোট বাজেটের ০.০৭ শতাংশ এবং জিডিপি'র ০.০১ শতাংশ।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহঃ

নীতি/কৌশল	বিবরণ
জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০ এবং শ্রম আইন ২০০৬	• ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা। • কর্মজীবী শিশুদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। • শ্রমজীবী শিশুদের অভিভাবকদের দরিদ্র্যের দুষ্টচক্র হতে বের করে আনার জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ করা। • শিশুশ্রম সংশ্লিষ্ট বাস্তবমুখী আইন প্রণয়ন করা এবং প্রতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে এ আইনকে কার্যকর করা। • শিশুশ্রমের কুফল সম্পর্কে শিশুর পিতামাতা, সাধারণ জনগণ এবং সুশীল সমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা। • আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য আইনের সংশোধন, প্রয়োগ এবং প্রতিষ্ঠানিক শক্তিশালিকরণের জন্য পরামর্শ প্রদান। • কর্মজীবী শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক এবং কর্মমুখী শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা যাতে করে তারা কাজ হতে বের হয়ে শিক্ষার সুযোগ পায়। **শিশুশ্রম নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলসমূহ** • শিশুশ্রম বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসন করা; শিশুদের জন্য ৩৮ টি কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসাবে

নীতি/কৌশল	বিবরণ
	চিহ্নিত করা হয়েছে। • কর্মজীবী শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে আনার জন্য জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটিসমূহ শিশুশ্রম বিষয়ক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়। • শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে “ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি পর্যায়ে ৯০,০০০ হাজার শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে স্বভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৪র্থ পর্যায়ে মোট ১ লক্ষ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। • আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ধারা বিবেচনায় নিয়ে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫ অনুমোদন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে গৃহকর্মে নিয়োজিত শ্রমিক ও শিশু শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। • জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। • নিয়োগকারী সংস্থাগুলো শিশুশ্রমের বিপক্ষে সক্রিয় প্রচার প্রচারনা চলমান রেখেছে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। • ১৯৯৯ সনে বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের উপর আইএলও কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করেছে। • ২০০৯ সনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে শিশুশ্রম ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি দেশের শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক সকল নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কিত সচিবালয় হিসাবে কাজ করছে। • শিশুদের জন্য জাতীয় CSR নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। • শিশুশ্রম নিরসনের জন্য টাইম বাউন্ড প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র থেকে ঝুকিপূর্ণ কাজের উপাদানসমূহ প্রত্যাহার নিরাপদ কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলতে সহায়তা করা হয়েছে। • শিশুশ্রম নিরসন সম্পর্কিত বিভিন্ন কমিটির কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি অব্যহত রয়েছে।
সপ্তম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শ্রমিকের উচ্চতর উৎপাদনশীলতা অর্জন এবং উচ্চ আয়ের শোভন কর্মসংস্থান সৃজনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিশুশ্রম নিরসনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। • শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসন করা। • সকল প্রকার শিশুশ্রম নিরসনের মাধ্যমে শিশু জীবন মানের উন্নয়ন সাধন করা। • শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন প্রোগ্রাম /প্রকল্প

নীতি/কৌশল	বিবরণ
	গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (SDG) শিশুশ্রম নিরসনে ৮ নং গোলের ৮.৭ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে লিড মন্ত্রণালয় হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (SDG) বলা হয়েছে সকল প্রকার ফোর্সড লেবার আধুনিক দাসত্ব এবং মানব পাচার প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি, শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সকল কাজ নিষিদ্ধ ও ২০২৫ সালের মধ্যে সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে শিশুদের নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- ঝুঁকিপূর্ন পেশায় নিয়োজিত শিশুদের প্রত্যাহার করার জন্য কার্যকর বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ।
- প্রতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসন করা।
- শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুর অভিভাবকদের সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- উপজেলা পর্যায় থেকে ঝুঁকিপূর্ন পেশায় নিয়োজিত শিশুদের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ;
- শিশুশ্রম বিষয়ক আইন প্রয়োগের জন্য বাস্তবমুখী আইন প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমুহকে শক্তিশালী করা
- শিশুশ্রমের কুফল সম্পর্কে শিশুর পিতামাতা, সাধারণ জনগণ এবং সুশীল সমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা

সারণি-৩০: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত উদ্দেশ্য, কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল

কর্মকৃতি নির্দেশক	কর্মকৃতি নির্দেশক মান	
	২০১০	২০১৬
ঝুঁকিপূর্ণ পেশা হতে প্রত্যাহারকৃত শিশুর হার (%)	৪.৬৯	৭.০৩
প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক ও ঝুকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত শিশু শ্রমিকের অনুপাত	৪২:১	৬৪:১

সূত্রঃ মন্ত্রণালয় বাজেট কাঠামো (এমবিএফ), অর্থ বিভাগ

সারণি-৩১: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	২.৬৩	২.৯০
অনুন্নয়ন বাজেট	০.৯৫	০.৭৬
উন্নয়ন বাজেট	১.৬৮	২.১৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	০.১৮	০.২৬
অনুন্নয়ন বাজেট	০.০২	০.০১
উন্নয়ন বাজেট	০.১৬	০.২৫
জাতীয় বাজেট	**৪,০০৩**	**৩,১৭২**
জিডিপি	২২,২৩৬	১৯,৫৬১
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.০০	১৬.২১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০১	০.০১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.০৭	০.০৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০০	০.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.০০	০.০১
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	**৬.৮৪**	**৮.৯৭**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

সংযোজনী-১১

১১. জননিরাপত্তা বিভাগ:

রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিতের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ ও সার্বজনীন সমাজ গঠন জননিরাপত্তা বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য। শিশু তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ব্যক্তিগত ও সাইবার জগতের নিরাপত্তা নিশ্চিতের মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ সৃজনে এ বিভাগ কাজ করছে। এ কাজে এ বিভাগের রয়েছে বিভিন্ন নীতি, কৌশল, আইনি কাঠামো এবং অধীনস্থ দপ্তরসমূহের সমন্বয়ে একটি কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো। শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি তারা যাতে দ্রুততম সময়ে আইনি সহায়তা পায়, মাদকের ভয়াবহ ছোবল থেকে নিরাপদ থাকতে পারে এবং সাইবার বা বাস্তব জগতে কোন ধরনের অপরাধে না জড়ায়, সে বিষয়ে এ বিভাগের অধিদপ্তরসমূহ সদা তৎপর। জননিরাপত্তা বিভাগের বাজেট বরাদ্দের সাম্প্রতিক সময়ের হালচিত্র নিচের সারণিতে দেখানো হল:

সারণি-৩২: জননিরাপত্তা বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪
অনুন্নয়ন ব্যয়	১৭২.৪৩	-	-	-	-
উন্নয়ন ব্যয়	১০.৪৫	-	-	-	-
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	১৮২.৮৮	-	-	-	-
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৪.৫৭	-	-	-	-
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৮২	-	-	-	-

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জননিরাপত্তা বিভাগের বাজেট দাঁড়াবে জিডিপি'র ০.৮২ শতাংশ এবং সরকারের মোট বাজেটের ৪.৫৭ শতাংশ।

জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহঃ

জননিরাপত্তা বিভাগ দেশের অভ্যন্তরে, সীমান্তে, অভ্যন্তরীন ও উপকূলীয় জলপথে এবং সাইবার জগতে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি, কৌশল ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হল:

নীতি/কৌশল	বিবরণ
বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭	• বিগত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ পাশ হয়েছে। এই আইনে বিয়ের নূন্যতম বয়সসীমা নারীদের জন্য ১৮ এবং পুরুষদের জন্য ২১ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে; • এই আইন মোতাবেক বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকল্পে প্রশাসনের প্রত্যেকটি স্তরে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে হবে; • বাল্যবিবাহের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য এই আইনে সাজার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা, ২০১৭	• ৫(৩) বিধি-৫ অনুযায়ী কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট আদালত বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন পক্ষ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রত্যয়ন গ্রহণ করতে হবে। • বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে ছাত্র ছাত্রীদের স্পষ্ট ধারণা দেয়ার জন্য ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে পাঠ্য পুস্তকে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।
৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিগত বছরগুলোতে নিরাপত্তা ক্ষেত্রে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সঠিক হয়েছে। বিশেষ করে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই হ্রাস পেয়েছে। থানাসমূহে নারী ও শিশুদের জন্য হেল্পডেক্স স্থাপন করা হয়েছে।	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ সন্নিবেশিত আছে: • পুলিশকে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য উপায়ে আনুভূতিক ও উলম্বভাবে তথ্য আদান প্রদান সুবিধা প্রদানের পদক্ষেপ নেয়া হবে। • হাবিলদারসহ এএসআই ও এর উর্ধ্বতন সকল কর্মকর্তাকে আইটি প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যে সকল কর্মকর্তা সরাসরি জনগনকে বিভিন্ন সেবা যেমন-জিডি প্রণয়নের সাথে জড়িত, তাদের জন্য আইটি প্রশিক্ষণে বিশেষ জোর দেয়া হবে। • একটি অভিন্ন ও উন্নত ব্যবস্থা চালু করা হবে যেখানে সকল অভিযোগের বিস্তারিত রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করা হবে। • সকল ডেস্কে ও বিভাগীয় সদর দপ্তরে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) ও ক্রাইম ডেটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিডিএমএস) এর উন্নতি সাধনে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। • জনগণের কাছে পুলিশ পরিসেবাসমূহ অধিকতর অভিগম্য করা হবে। • সাইবার অপরাধ দমন করতে শিশুসহ সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে এবং প্রতারণা ঠেকাতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধিতে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। • বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) বৃদ্ধি এবং সীমান্তে রিং রোড ও কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সীমানা সুরক্ষা করা হবে।

নীতি/কৌশল	বিবরণ
	• মাদক পাচার রোধের মাধ্যমে শিশুদের মাদকের ভয়াবহ কুফল থেকে দুরে রাখা হবে। • প্রতিবেশি দেশগুলোতে মানব পাচার বিশেষ করে নারী ও শিশু পাচার রোধে দৃশ্যমান উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (SDG) ইউএনডিপি (UNDP) কর্তৃক প্রণীত (SDG) লক্ষমাত্রার ১৬ নং অভীষ্ঠ লক্ষ্যের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ Lead Division হিসেবে নির্ধারিত।	টেকসই উন্নয়ন, সকলের জন্য আইনি সহায়তার নিশ্চয়তা এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে শান্তিময় ও সর্বজনীন সমাজ গঠন। • উপর্যুক্ত অভীষ্ঠ লক্ষ্য বাস্তবায়নে জননিরাপত্তা বিভাগ বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এর ফলে শিশুসহ সকল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিতের মধ্যদিয়ে শান্তিপূর্ণ ও সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা;
- সীমান্ত নিরাপত্তা এবং দেশের অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিক স্বার্থরক্ষা;
- মাদকের অভিশাপ থেকে যুব সমাজকে রক্ষা;
- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ।

সারণি-৩৩: জননিরাপত্তা বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	১৮২.৮৮	১৬৭.৮৩
অনুন্নয়ন বাজেট	১৭২.৪৩	১৫৮.৯৯
উন্নয়ন বাজেট	১০.৪৫	৮.৮৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	৫.২১	৪.৭৭
অনুন্নয়ন বাজেট	৫.১৩	৪.৭৬
উন্নয়ন বাজেট	০.০৮	০.০১
জাতীয় বাজেট	**৪,০০৩**	**৩,১৭২**
জিডিপি	২২,২৩৬	১৯,৫৬১
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.০০	১৬.২১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.৮২	০.৮৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	৪.৫৭	৫.২৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০২	০.০২
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.১৩	০.১৫
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	**২.৮৫**	**২.৮৪**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

সংযোজনী-১২

১২. তথ্য মন্ত্রণালয়:

সকল সমাজেই শিশুরা স্নেহ ও সহযোগিতার আবহে বিকশিত হওয়ার অধিকার পায়। শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শিশুতোষ তথ্য অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। গণমাধ্যমের সকল শাখায় শিশুতোষ বিষয়ক তথ্য প্রবাহ ক্রমান্বয়ে অবাধ ও শক্তিশালী করার মাধ্যমে শিশুদের বিকাশ উপযোগি পরিবেশ গঠনে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা এবং বেসরকারি খাতের গণমাধ্যমগুলি শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করে চলছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের সাম্প্রতিক সময়ের হালচিত্র নিচের সারণিতে দেখানো হল:

সারণি-৩৪: তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪
অনুন্নয়ন ব্যয়	৬.২২	৬.৬৫	৫.৩২৩	৪.৭৩	৪.৩৭১
উন্নয়ন ব্যয়	৫.২৪	১.৭৩	১.২৬	১.১৯	০.৭৫
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	১১.৪৬	৮.৩৯	৬.৫৮	৫.৯২	৫.১২
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.২৯	০.২৫	০.২২	০.২৪	০.২৩
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০৫	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৪

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত ৫ বছর যাবৎ তথ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। চলতি অর্থবছরের এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট দাঁড়াবে জিডিপি'র ০.০৫ শতাংশ এবং সরকারের মোট বাজেটের ০.২৯ শতাংশ।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহঃ

জাতীয় নীতি/কৌশলের সাথে সম্পর্কিত শিশু অধিকার বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হল:

নীতি/কৌশল	বিবরণ
বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান নীতিমালা	শিশুদের সৌজন্যে শিক্ষা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, ধর্ম, সমাজ ও জাতীয় জীবনের এবং বিশেষ করে মহাপুরুষদের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে

নীতি/কৌশল	বিবরণ
	হবে। ছোটদের অনুষ্ঠানে ভাই-বোন, পিতা-মাতা, বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রতিবেশিদের সাথে শ্রদ্ধা সৌহার্দ্য ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের প্রতিফলনকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। ছোটদের অনুষ্ঠানে পরনিন্দা, বিবাদ, কলহের দৃশ্য পরিহার করতে হবে। দেশপ্রেম ও চরিত্র গঠনের সুশিক্ষা প্রদানের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।
বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত অনুষ্ঠান নীতিমালা	ছোটদের অনুষ্ঠানে পরনিন্দা, বিবাদ, কলহের দৃশ্য পরিহার করতে হবে ও চরিত্র গঠনের সুশিক্ষা প্রদানের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।
বিজ্ঞাপন নীতিমালা	• শিশুদের নৈতিক, মানসিক বা শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এমন কোন বিষয় বিজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। শিশুদের স্বাভাবিক বিশ্বাস ও স্বভাব সুলভ সরলতার সুযোগকে প্রতারণাপূর্বক ও চাতুর্যের সাথে কাজে লাগিয়ে কোন বানিজ্যিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা যাবে না। • বিজ্ঞাপনে শিশুদের দ্বারা বিপদজনক কোন দ্রব্য যেমন-বিস্ফোরক, দিয়াশালাই, পেট্রোল বা দগ্ধকারক দ্রব্য, যন্ত্র বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র ইত্যাদি ব্যবহারের দৃশ্য দেখানো যাবে না। • শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ বা অসুস্থ ব্যক্তির স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে এরুপ দৃশ্য দেখানো যাবে না। • নারী নির্যাতন, কিশোরীদের উত্যক্তকরণ (Teasing) এবং তাঁদের প্রতি অশোভন অঙ্গভঙ্গী বিজ্ঞাপনচিত্রে প্রদর্শন করা যাবে না।
কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনা নীতিমালা-২০০৮ এর শর্তাবলী	অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে যে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের মধ্যে এমন কিছুই অন্তর্ভুক্ত করা হবে না যা- • শিশুকে অবহেলা করে; • প্রতিবন্ধীকে অবহেলা করে; • এ্যালকোহল, মাদক ও ধুমপানে উৎসাহ প্রদান এবং সমর্থন করে;

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- জনসচেতনতা তৈরি এবং তথ্য অধিকার সমুন্নত রাখা;
- আধুনিক, কার্যকর ও গণমুখী গণমাধ্যম শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন;
- জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতির লালন, বিকাশ এবং সংরক্ষণ;

সারণি ৩৫ : তথ্য মন্ত্রণালয়ের অবদান

বিবরণ	অবদান	
	২০১২	২০১৬
টিভি কভারেজ সম্প্রচার (টেরিস্ট্রিয়াল) % এলাকা (সারাদেশ)	৯৫	৯৭
বেতার নেটওয়ার্কের আওতা সম্প্রসারণ (মিডিয়ামওয়েভ) % এলাকা (সারাদেশ)	৯৫	৯৮
কমিউনিটি রেডি/ নেটওয়ার্কের আওতা সম্প্রসারণ % এলাকা (সারাদেশ)	১.৯৫	৬.৫

কেস স্টাডি

আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ও প্রিন্ট মিডিয়ায় কর্মরত অথবা কাজ করতে আগ্রহী সকল শিশু, কিশোর-কিশোরীসহ বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীগণ অনুষ্ঠান উপস্থাপনা, অনুষ্ঠান নির্মাণ, এডিটিং, ক্যামেরা পরিচালনা, সংবাদ লেখা, উপস্থাপনা ও পরিবেশন ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে, শোভা আক্তার শাহীনুর নামে একজন সুবিধাবঞ্চিত শিশুর উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য। তিনি গরীব পরিবারে জন্ম নেয়া একজন সুবিধাবঞ্চিত শিশু। বর্তমানে শোভা অপরাজেয় বাংলার সেন্টারে থেকে দশম শ্রেণীতে পড়ালেখা করছেন। তিনি জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে প্রচারিত শিশুদের অনুষ্ঠান 'আমাদের কথা' নিয়মিতভাবে উপস্থাপনা করছেন। অপর একজন সফল শিশু হলেন ইশরাত জাহান ইমা, তিনি জাতীয় গণমাধ্যম ইনিস্টিটিউট থেকে বিভিন্ন বিষিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। গত ২০১৪ সালে ইমা শেখ রাসেল শিশু কিশোর সংগঠন থেকে আবৃত্তি এবং অভিনয় উভয় শাখাতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইশরাত জাহান ইমাকে পুরস্কৃত করেন।

সারণি-৩৬: তথ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট	১১.৪৬	৮.৩৩
অনুন্নয়ন বাজেট	৬.২২	৬.৫৭
উন্নয়ন বাজেট	৫.২৪	১.৭৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	০.০৯	০.১৪
অনুন্নয়ন বাজেট	০.০৮	০.০৮

বিকশিত শিশুঃ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
উন্নয়ন বাজেট	০.০১	০.০৬
জাতীয় বাজেট	**৪,০০৩**	**৩,১৭২**
জিডিপি	২২,২৩৬	১৯,৫৬১
জাতীয় বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.০০	১৬.২১
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০৫	০.০৪
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.২৯	০.২৬
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০০	০.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.০০	০.০০
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	**০.৭৯**	**১.৬৮**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

সংযোজনী-১৩

১৩. আইন ও বিচার বিভাগ:

আইন ও বিচার বিভাগ বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিজেদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কৌশলগত পরিকল্পনাসহ জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-কে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে আইন ও বিচার বিভাগ ইউনিসেফের সাথে সরাসরি কাজ করছে। এ বিভাগের সকল কাজকর্ম সরকারের সপ্তম পঞ্চম বার্ষিকি পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের অংশিদারগণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ অধ্যায়ে আইন ও বিচার বিভাগের বাজেটে শিশু বাজেটের বরাদ্দসহ এ সংক্রান্ত জাতীয় নীতি ও কৌশলসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এ বিভাগের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র নিম্নে সারণিতে দেখানো হল :

সারণি-৩৭: আইন ও বিচার বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের বাজেট বরাদ্দের হালচিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪
অনুন্নয়ন ব্যয়	৯.১৯	১০.৪৭	৭.১৭	৬.৭০	৫.৮৪
উন্নয়ন ব্যয়	৫.০৫	৪.৭৫	৩.২৯	৩.৪০	২.১৬
বিভাগেরর মোট বাজেট	১৪.২৪	১৫.২১	১০.৪৬	১০.১০	৮.০০
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৩৬	০.৪৫	০.৩৫	০.৪০	০.৩৬
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০৬	০.০৮	০.০৬	০.০৮	০.০৭

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, আইন ও বিচার বিভাগের বরাদ্দ বিগত ৫ বছর যাবৎ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আইন ও বিচার বিভাগের প্রধান কার্যাবলি

- সংবিধান ও আইনি বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং দপ্তরকে পরামর্শ প্রদান করা এবং আন্তর্জাতিক আইনসহ যে কোন আইনি বিষয় স্পষ্টীকরণ;
- নারী ও শিশু পাচার, অশ্লীল প্রকাশনা, অপরাধ প্রতিরোধ এবং অপরাধীকে বিচারিক প্রক্রিয়ায় আনয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক আদালত এবং জাতিসংঘ রেফারেন্স জুডিসিয়ারি বিষয়াদিসহ বিচারিক বিষয়ে অন্য দেশের সাথে সমঝোতাকরণ;
- রাজস্ব আদালত ছাড়া সকল কোর্টের বিচারিক অধিকার এবং ক্ষমতা নির্ধারণ;
- সকল আদালত এবং ট্রাইবুনালসমূহে সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা;

- মন্ত্রণালয়ের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ এবং অন্য দেশ ও আর্ন্তজাতিক সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদন।

আইন ও বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহঃ

নীতি/কৌশল	বিবরণ
শিশু আদালত	• শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শিশু নিরাপত্তা রক্ষা , বিশেষ করে আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে শিশু আইন ২০১৩ গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখছে। শিশু আইন ১৯৭৪ বাতিল করে অত্র আইন করা হয়েছে। শিশু হিসেবে গণ্য হওয়ার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মর্মে নির্ধারণ করা হয়েছে, যা জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়েছে; • আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য প্রবেশন অফিসার নিয়োগ, প্রতিটি থানায় শিশু সহায়তা ডেস্ক স্থাপন, প্রতি জেলা/মহানগরে একটি করে শিশু আদালত স্থাপনের বিধান শিশু আইনে রাখা হয়েছে; • শিশু কর্তৃক যে কোন ধরনের অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে তার বিচার শিশু আদালতে হতে হবে। এ আইনে শিশু নির্যাতন রোধে গৃহীত প্রদক্ষেপ এবং শিশুদের গ্রেফতার সংক্রান্ত বিধানাবলীও বিধৃত হয়েছে; • শিশু আইন ২০১৩ এর বিধানাবলী সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। অত্র বিভাগ এ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ৬৪টি জেলায় শিশু আদালত স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা জজ পদমর্যাদার একজন বিচারক নিজ দায়িত্বে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে শিশু আদালতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কেস স্টাডি

লিগাল এইড সার্ভিস

আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু হিসেবে চাঁদপুরের সুচনা কাজী (কথা)-এর সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির মামলটি উল্লেখযোগ্য। কথার বাবা-মা তালাকের মাধ্যমে আলাদা হয়ে যাওয়ার পরে তার বাবা মোঃ ফারুক হোসেন মিয়াজী কথা ও তার মা-কে ভরণপোষণ দিতে অস্বীকার করে। এরপর দরখাস্তকারী সূচনা কাজী কথা মায়ের মাধ্যমে তার ভরন-পোষণ দাবী করে চাঁদপুর জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে একটি অভিযোগ দায়ের করে। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার অভিযোগ প্রাপ্ত হয়ে প্রথমে আপোষ-মিমাংসার উদ্যোগ নেন। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ কথার পিতা-কে নোটিশ করা হলে তিনি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে হাজির হয়ে আপোষ-মিমাংসায় সম্মতি প্রদান করেন। প্রতিপক্ষ টাকা প্রদানের দুই মাসের সময় প্রার্থনা করেন। কিন্তু পরবর্তী ধার্য্য তারিখে প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে বিগত তারিখের মিমাংসার শর্তসমূহ পালনে অস্বীকৃতি জানান এবং তিনি বলেন যে, জমি বিক্রি করতে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি টাকা

পরিশোধ করতে পারবেন না এবং কখন দিতে পারবেন তাও নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেন নি। এমতাবস্থায়, প্রতিপক্ষ ভরণপোষণ দিবে না মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার দরখাস্তকারীর পক্ষে মামালা করার জন্য একজন বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করেন। পরবর্তীতে ভরণপোষণের দাবীতে বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ ও পারিবারিক আদালত, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর-এ মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটি পরিচালনার জন্য সকল খরচ সরকারি তহবিল থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। মামলাটি বর্তমানে রায়ের অপেক্ষায় রয়েছে।

সারণি-৩৮: আইন ও বিচার বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১৭-১৮	সংশোধিত ২০১৬-১৭
বিভাগের মোট বাজেট	১৪.২৪	১৪.২৭
অনুন্নয়ন বাজেট	৯.১৯	৯.১৯
উন্নয়ন বাজেট	৫.০৫	৫.০৮
বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট	০.১০	০.১১
অনুন্নয়ন বাজেট	০.১০	০.০৯
উন্নয়ন বাজেট	০.০০	০.০২
জাতীয় বাজেট	**৪,০০৩**	**৩,১৭২**
জিডিপি	২২,২৩৬	১৯,৫৬১
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	১৮.০০	১৬.২১
বিভাগের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০৬	০.০৭
বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.৩৬	০.৪৫
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	০.০০	০.০০
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)	০.০০	০.০০
বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)	**০.৭০**	**০.৭৭**

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ